

## উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ক নির্দেশিকা

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

বর্তমানে ভ্যাট সংক্রান্ত একটি বহুল জিজ্ঞাসিত বিষয় হলো উৎসে ভ্যাট কর্তন। সংশ্লিষ্ট মহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি VDS নামে বহুল প্রচলিত। মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়ের জ্ঞান খুব প্রয়োজন হয়। কোন্ ক্রয়ের ক্ষেত্রে VDS কাটতে হবে, কত পারসেন্ট কাটতে হবে, কাটার পর কী করতে হবে, কোন্ ক্রয়ের ক্ষেত্রে VDS কাটতে হবে না - এ বিষয়গুলো সরবরাহ প্রদানকারী এবং সরবরাহ গ্রহণকারী উভয়ের জানার প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, এ বিষয়গুলো VDS কাটার সময় জানার প্রয়োজন হয় শুধু তা নয়। ক্রয়-বিক্রয় শুরু করার আলোচনা পর্যায় থেকেই যদি VDS সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করা হয়, তাহলে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা থাকে না বা সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ক্রয়-বিক্রয় করার চুক্তিতে, টেন্ডারে VDS সংক্রান্ত বিধি-বিধান সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে অনেক সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মাঠ পর্যায়ে VDS সংক্রান্ত বিষয়ে এখনো যথেষ্ট সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি। তাই, ক্রয়-বিক্রয় শুরু করার আলোচনা থেকে শুরু করে মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত VDS সংক্রান্ত বিধি-বিধান সঠিকভাবে পরিপালন করা হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নেগোশিয়েশন ডিপার্টমেন্ট আলোচনা চূড়ান্ত করেছে, অতঃপর পারচেজ ডিপার্টমেন্ট ক্রয় কাজ সম্পন্ন করেছে, এ পর্যায়ে ভিডিএস সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করা হয়নি। বিল পেমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যখন মূল্য পরিশোধ করে তখন ভিডিএস এর বিষয়টি সামনে আসে। যেহেতু নেগোশিয়েশন করার সময় এবং ক্রয় করার সময় ভিডিএস সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করা হয়নি, সেহেতু এ পর্যায়ে নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে, পরবর্তীতে অডিট আপত্তিসহ নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তবে, আশার কথা হলো, বর্তমানে VDS সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সার্বিকভাবে ভ্যাট বিষয়েই বর্তমানে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের জন্যও VDS সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন, সেবা প্রদান ও ট্রেডিং থেকে যে ভ্যাট আহরণ করা হয়, তার প্রায় ৪০ শতাংশ আহরণ করা হয় VDS পদ্ধতিতে। সঠিকভাবে VDS সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালিত হলে এই পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে।

যেসব দপ্তর/সংগঠন ইত্যাদির ওপর ভিডিএস কাটার দায়িত্ব রয়েছে তাদের কর্মকর্তাদের বছরে অন্ততঃ দুবার ট্রেনিং নেয়া প্রয়োজন। একবার হলো বাজেটের পর অর্থাৎ জুলাই মাসে। কারণ, বাজেটে অনেক সময় এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিবর্তিত/সংশোধিত হয়। আর একবার হলো ডিসেম্বর/জানুয়ারী মাসে। কারণ, বাজেটের পর ৫/৬ মাসের মধ্যে অনেক সময় পরিবর্তন/সংশোধন হয়। এরূপ ট্রেনিং এ ওই দপ্তর/সংগঠনের সব বিভাগের কর্মকর্তাদের (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, নেগোশিয়েশন, চুক্তি স্বাক্ষর, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, পেমেন্ট, রেগুলেটরী এ্যাফেয়ার্স, অডিট, পোস্ট অডিট ইত্যাদি) উপস্থিত থাকা দরকার। এরূপ মনে করা সঠিক নয় যে, শুধুমাত্র ক্রয় এবং বিলস পেমেন্ট বিভাগে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ ভিডিএস ট্রেনিং নেবেন। প্রকৃতপক্ষে অফিসের সব ডিপার্টমেন্টের সকলে এক সেশনে বসে একরকমভাবে শিখলে পরবর্তীতে পরিপালন করা সহজ হয়। তা না হলে কোনো একটি

বিষয়ে এক এক ডিপার্টমেন্ট এক এক রকম অবস্থান নিলে কাজ-কর্মে জটিলতা সৃষ্টি হয়। আমি প্রশিক্ষণের ওপর খুব জোর দেই। আমার প্লোগান হলো প্রশিক্ষণে এক টাকা বিনিয়োগ আপনার প্রতিষ্ঠানকে দশ টাকা সেভ করতে সহায়তা করতে পারে। প্রশিক্ষণ নিলে পরিপালন ভালো হয়, অডিট আপত্তি হ্রাস পায় এবং জটিলতার নিরসন হয়। তাই, ভিডিএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া খুব জরুরি।

VDS সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ বাতিল করা হয়েছে এবং নতুন সাধারণ আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮ জারি করা হয়েছে। অনেক সময় এসআরও, সাধারণ আদেশ, বিশেষ আদেশ ইত্যাদির ভাষা জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য হয় না। কারণ, এগুলো লেখা হয় Legislative Language এ। Legislative Language এর একটি বিশেষ স্টাইল রয়েছে। উপন্যাস পড়লে যেমন সহজে বুঝা যায়, Legislative Language এ লেখা আইন, এসআরও, সাধারণ আদেশ, বিশেষ আদেশ ইত্যাদি পড়ে তেমনভাবে সহজে বুঝা যায় না। তাই, এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিষয় সহজে, সবার জন্য বোধগম্য করে পেশ করা। যদিও উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশের ভাষা তুলনামূলকভাবে সহজ বলে আমার কাছে মনে হয়। উক্ত সাধারণ আদেশের বিষয়াদি, VDS কর্তন সংক্রান্ত মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালার বিষয়াদি সমন্বিত করে সহজ ভাষায় নিম্নে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পেশ করা হলো। আশা করি, তা পাঠ করে পাঠকগণ উপকৃত হবেন। আলোচনার প্রারম্ভে আমাদের জানা দরকার যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন বলতে কী বুঝায়?

### উৎসে ভ্যাট কর্তন বলতে কী বুঝায়?

উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি কী তা এখানে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। ভ্যাট এবং আয়কর উৎসে কর্তন করার বিধান রয়েছে। যখন স্বাভাবিক স্থানে, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নানা কারণে কর আদায় করা সম্ভব হয় না, তখন উক্ত করের যেখানে উৎস সেখান থেকে কর কর্তন করে নেয়ার বিধান করা হয়। এই হলো উৎসে কর কর্তন। উৎসে আয়কর কর্তন করার বিষয়টি আমরা ভালো বুঝি। আমাদের মধ্যে যাদের চাকুরি থেকে প্রাপ্ত বেতন করযোগ্য তাদের বেতন থেকে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়। কারণ, সরকার মনে করে যে, আমরা যখন আয়কর রিটার্ন দাখিল করবো তখন সঠিকভাবে আমাদের সারা বছরের আয় প্রদর্শন করবো না। তাই, আমাদের আয়ের যেখানে উৎস সেখান থেকেই আয়কর কেটে নেয়ার বিধান করা হয়েছে। এই হলো আয়কর উৎসে কর্তন। ভ্যাটের ক্ষেত্রে এরূপ বিধানকে ভ্যাট উৎসে কর্তন বলে। ভ্যাট আদায় করা হয় পণ্য ও সেবার ওপর। পণ্যের ওপর ৩ পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা হয়; যথা: আমদানি পর্যায়, উৎপাদন পর্যায় এবং ব্যবসায়ী পর্যায় (ট্রেডিং)। সেবার ক্ষেত্রে যখন, যেখানে সেবা প্রদান করা হয় তখন, সেখান থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়। সেবার ক্ষেত্রে একটিই পর্যায়। এখন আমরা দেখবো যে, ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার প্রবণতা কোন্ পর্যায়ে বেশি; কারণ, সেই পর্যায়ের ভ্যাট মূলত উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। প্রথমে পণ্যের কথায় আসি। পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথমে আসি আমদানি পর্যায়। আমদানি পর্যায় পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা খুব বেশি থাকে না। কারণ, আমদানি পর্যায় পণ্য সরকারী

কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাছাড়া, আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট ছাড়া আরো নানাবিধ শুল্ক, কর, ফি, চার্জ ইত্যাদি আদায় করা হয়। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ শুল্ক-কর আদায় করার সময় ভ্যাট আদায় করে নেয়। তাই, আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট একেবারে ফাঁকি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে না। তবে, আমদানি পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে যেসব উপায়ে শুল্ক-কর ফাঁকি হয় সেসব উপায়ে ভ্যাটও ফাঁকি হতে পারে। যেমন: পণ্যের মূল্য কম প্রদর্শন করা বা ওজন কম দেখানো ইত্যাদি। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে নজর রাখে। আমদানি পর্যায়ে যেসব পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত রয়েছে, সেসব পণ্যের ওপর ভ্যাট আদায় করা হয়। তা হলো আমদানি পর্যায়ের ভ্যাট। তবে, একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার, তা হলো ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম আদায় করা হয় যা এটিভি নামে পরিচিত। বর্তমানে এটিভির হার ৫% যা ০৭.০৬.২০১৮ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। এর পূর্বে ৪% ছিল। এটিভি অর্থ হলো এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট। অর্থাৎ ট্রেডিং পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না তাই, বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্য (যে পণ্য আমদানির পর বিক্রি করা হয়) আমদানির সময় ট্রেডিং পর্যায়ের ভ্যাট এ্যাডভান্স আদায় করে নেয়া হয়।

এবার উৎপাদন পর্যায়ের কথাই আসি। পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ের চেয়ে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা একটু বেশি থাকে। কারণ, আমদানি পর্যায়ে পণ্যের ওপর সরকারি কর্তৃপক্ষের যেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে উৎপাদন পর্যায়ে তা থাকে না। যাহোক, উৎপাদন পর্যায়ে যে ভ্যাট আরোপিত রয়েছে সে ভ্যাট উৎপাদন পর্যায়েই আদায় কর হয়। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ভ্যাট আদায় হয় উৎপাদন পর্যায়ে থেকে। এবার পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেডিং পর্যায়ের কথাই আসি। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির হিসাব অনুসারে সারা দেশে প্রায় ২৫ লক্ষ ট্রেডিং প্লেস রয়েছে। এত স্থান থেকে ভ্যাট আদায় করার মত জনবল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নেই। তাই, আমাদের দেশে ট্রেডিং পর্যায়ের ভ্যাট ব্যবস্থা তেমন সংগঠিত নয়। যাহোক, পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেডিং পর্যায়ের ভ্যাট ট্রেডিং পর্যায়ে থেকেই আদায় করা হয়। এই খণ্ডের অধ্যায় ৩ এ ট্রেডিং পর্যায়ের ভ্যাট আদায় পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি, উৎপাদন এবং ট্রেডিং পর্যায়ের কথা শেষ করলাম। আমরা বুঝতে পারলাম যে কোন্ পর্যায়ে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা বেশি থাকে। এবার সেবার কথাই আসি। সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। কারণ, সেবা চোখে দেখা যায় না। সেবা প্রদান করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে স্থাপনার প্রয়োজন হয় না। ধরুন, একজন কনসালট্যান্ট তিনি বাসায় বসে ল্যাপটপে কাজ করে কোনো প্রতিষ্ঠানে কনসালট্যান্সী সেবা প্রদান করেন। তার এই সেবা প্রদানের কাজ ভ্যাট দণ্ডের পরে পক্ষে জানা কঠিন। তাই, সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই, মূলত সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। সেবার মধ্যে কিছু সেবা রয়েছে যেসব ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই, ওইসব সেবার ক্ষেত্রে মূলত উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। এতক্ষণের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম যে, মূলত যেসব সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা বেশি থাকে সেসব সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। তবে, ফাঁকির প্রবণতা ছাড়াও ভ্যাট উৎসে কর্তন করার

আরো একটা কারণ রয়েছে। তা হলো, সহজে ভ্যাট আদায় করা। যেসব সেবা খাত সংগঠিত অর্থাৎ যেসব সেবাখাত থেকে সহজভাবে উৎসে ভ্যাট কেটে নেয়া যায়, সেসব ক্ষেত্রেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। তাহলে ভ্যাট আদায় করার জন্য আর অন্য কোনো চেষ্টা করার দরকার হয় না। যেমন: নির্মাণ সংস্থা সেবা (কন্ট্রাক্টর)। কন্ট্রাক্টরদেরকে বিল পরিশোধ করে মূলত সরকারি কর্তৃপক্ষ। তাই, বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ভ্যাট উৎসে কেটে রাখার জন্য। তা না হলে কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ভ্যাট আদায় করা কঠিন হতো। এতক্ষণে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে, কী কারণে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে।

ভ্যাটের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৩৯টি সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। উক্ত সেবাগুলোর ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা এবং সুযোগ বেশি এবং এর মধ্যে কয়েকটি সেবাখাত বেশ সংগঠিত। তাই, এই সেবাগুলোর ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। অতএব, উৎসে কর আলাদা কোনো কর নয় - উৎসে কর হলো কর উৎসে কর্তন করে রাখার পদ্ধতি মাত্র। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আমরা যারা চাকুরী করি তাদের অনেকেরই আয়কর দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমরা আয়কর দিয়েও থাকি। আবার, অনেকের মধ্যে আয়কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাও রয়েছে। তাই, নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের করযোগ্য আয় থেকে আয়কর উৎসে কর্তন করে রাখার জন্য সরকারি বিধান জারি করেছে। এই হলো আয়কর উৎসে কর্তন। একইভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান রয়েছে। ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান করা হয়েছে মূলত কিছু সেবার ওপর। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পণ্যের তুলনায় সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা বেশি থাকে। আমাদের দেশে ভ্যাট এবং আয়করের একটি বড় অংশ উৎসে আদায় করা হয়ে থাকে। সকল দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় এরূপ উৎসে কর কর্তনের বিধান রয়েছে।

### যে সকল প্রতিষ্ঠান ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে

আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে, দশ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এক কোটি টাকার বেশি বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান। 'এক কোটি টাকার বেশি বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান' ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেটে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন তাদের ক্রয়ের বিপরীতে বিল পরিশোধ করবে, তখন উক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বাধ্যবাধকতা থাকার পরও যদি উৎসে ভ্যাট কর্তন করা না হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সমুদয় ভ্যাট সুদসহ আদায়যোগ্য হবে। তাছাড়া, উৎসে কর্তনকৃত ভ্যাট সঠিক সময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ার কারণে কর্তনকারী ব্যক্তি, জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীকে ব্যক্তিগত জরিমানা করার বিধান রয়েছে। তাই, এসব প্রতিষ্ঠানে যারা এ্যাকাউন্টস, অডিট, প্রকিউরমেন্ট, বিলস পেএবল, নেগোশিয়েশন ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টে

কাজ করেন, তাদের উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধানাবলী সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা থাকা আবশ্যিক।

উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি এখানে আমরা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পেশ করবো। ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করলে বিষয়টি সহজে আত্মস্থ করা সম্ভব হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত যে সামগ্রিক বিষয়াদি তা চারটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ হলো: কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে? দ্বিতীয় অংশ হলো: কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না? তৃতীয় অংশ হলো: উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর তা কিভাবে সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করতে হবে এবং উৎসে ভ্যাট কর্তনের সনদপত্র কিভাবে জারি করতে হবে? অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটুকু জানলেই চলে। তবে, যেসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম করে এবং ভ্যাট সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন করে, বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট দাখিলপত্র (মূসক-১৯) দাখিল করে সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আরো একটি বিষয় জানতে হয়। এটা হলো চতুর্থ অংশ। এই অংশে আমরা জানবো যে, দাখিলপত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি কিভাবে এন্ট্রি দিতে হয়। যেমন: গ্রামীণ ফোন লিঃ স্বাভাবিকভাবে তার কার্যক্রমের ওপর সরকারকে ভ্যাট প্রদান করে। গ্রামীণ ফোন লিঃ নিয়মিতভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত মাসিক দাখিলপত্র পেশ করে। আবার, গ্রামীণ ফোন লিঃ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে। তাই, গ্রামীণ ফোন লিঃ এর দাখিলপত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি কিভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে তা জানা দরকার। আবার, ধরা যাক, আফতাব অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ লিঃ, গ্রামীণ ফোন লিঃ এর গাড়ি মেরামত ও সার্ভিসিং এর কাজ করে থাকে। আফতাব অটোমোবাইলস লিঃ মোটর গ্যারেজ হিসেবে নিজে সরকারকে ভ্যাট প্রদান করে। তাই, মাসিক দাখিলপত্র পেশ করে। আফতাব অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ লিঃ গ্রামীণ ফোন লিঃকে সেবা প্রদান করলে গ্রামীণ ফোন উৎসে ভ্যাট কর্তন করে এবং “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে। তাই, আফতাব অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ লিঃকে জানতে হবে যে, তার মাসিক দাখিলপত্রে কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত এন্ট্রিসমূহ প্রদান করতে হবে। আমরা এখন এই চারটি অংশ এক এক করে আলোচনা করবো।

আমরা ইতোমধ্যে ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রথম টিপস জেনেছি। তা হলো কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত দ্বিতীয় টিপস হলো: **বর্তমানে ৩৯টি সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা বাধ্যতামূলক।** উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ নং-০২ এ উক্ত সেবাসমূহ বর্ণিত রয়েছে। উক্ত তালিকায় ৩৯টি সেবা রয়েছে। উপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি উক্ত ৩৯টি সেবার মধ্যের কোনো সেবা ক্রয় করে তাহলে সেবাদাতা বিলের সাথে ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করুন বা না করুন, উক্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হোক বা না হোক, বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে (বিজ্ঞাপন সেবার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে)।

উল্লেখ্য, সেবাদাতা ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে এসব সেবার ক্ষেত্রে অনেক সেবাদাতা ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে না। তাই, এসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। তাই, সেবাদাতা ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করুন বা না করুন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এখানে প্রায়ই একটা প্রশ্ন আসে যে, সেবাদাতা যদি ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে, ভ্যাট পরিশোধ করে সেবা প্রদান করেন, তাহলেও কী উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে? উত্তর হলো হ্যাঁ, ওই ৩৯টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র দিলে তা সেবাদাতা তার দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে এন্ট্রি দিয়ে পজিটিভ সমন্বয় করে নেবেন। মোটকথা হলো, উক্ত ৩৯টি সেবা যদি উপরে বর্ণিত ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে থাকে, তাহলে বিল পরিশোধের সময় **অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।** এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এই ৩৯টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সর্বাধিকায় বাধ্যতামূলক। এ বিষয়টি নিয়ে অনেকে নানাবিধ প্রশ্ন করে থাকেন। তাই, খুব জোরের সাথে এখানে আমি ব্যক্ত করলাম যে, বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে সকল পরিস্থিতিতে উক্ত ৩৯টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। শুধু বিজ্ঞাপন সেবার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, কোনো পরিস্থিতি চিন্তা করে উক্ত পরিস্থিতিতে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না এরূপ প্রশ্ন করা অমূলক। তবে, পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিজ্ঞাপন সেবার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে। তবে, মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, সেবা প্রদানকারী ভ্যাট চালান ইস্যু করলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এ আবার কেমন বিধান। এরূপ বিধান করার কারণ হলো, এসব ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রচুর জাল ভ্যাট চালান ইস্যু হয়। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খুব বেশি তদারকি করতে পারে না, তাই জাল ভ্যাট চালান ইস্যু করে ভ্যাট না দেয়ার প্রবণতা থেকে যায়। তাই, এই ৩৯টি সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করলেও সেবা গ্রহণকারীকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে বলা হয়েছে। তবে, সেবা প্রদানকারীকে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট থেকে প্রত্যয়নপত্র নিয়ে কর্তনকৃত ভ্যাট চলতি হিসাব রেজিস্টার ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে পজিটিভ সমন্বয় করে নিতে বলা হয়েছে। তাতে সেবা প্রদানকারীর কাজ একটু বেড়ে গেছে।

এখানে উক্ত প্রশ্নের জবাব আমি পাঠকদের সুবিধার্থে একটু বিস্তারিত আকারে দিয়ে দিতে চাই। তা হলো, উক্ত ৩৯টি সেবার মধ্যে কোনো সেবা প্রদানকারী যদি ভ্যাট পরিশোধ করে “মূসক-১১” চালানপত্র ইস্যু করে সেবা প্রদান করেন। আবার, যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী ওই বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করেন, তাহলে একই সেবার ওপর দুবার ভ্যাট পরিশোধ করা হয়ে যায় কি? এই প্রশ্নের জবাব হলো ‘না’। দুবার পরিশোধিত হয়ে যায় ঠিক; তবে, আবার, একবার সমন্বয় করে নেয়ার বিধান রয়েছে। এই সমন্বয় করার কাজটুকু অনেকে বুঝতে না পেরে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে থাকেন। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট থেকে “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পর সেবা প্রদানকারী তার চলতি হিসাব রেজিস্টারের “অন্যান্য সমন্বয় (যদি থাকে)” কলামে (কলাম-৮) লিপিবদ্ধ করে কর্তনকৃত ভ্যাট ১০ কলামে “সমাপনী জের” এর সাথে যোগ করে নেবেন। এবং পরবর্তী দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে উহা উল্লেখ করতে হবে। তাহলে সেবা প্রদানকারীর পজিটিভ

সমন্বয় করা হয়ে যাবে। সেবা প্রদানকারীর চলতি হিসাব রেজিস্টার না থাকলে শুধুমাত্র দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিক লিখে পঞ্জিটিভ সমন্বয় করতে হবে। এভাবে পঞ্জিটিভ সমন্বয় করে নিলে সরকারকে ভ্যাট পরিশোধ করা হয় একবার। উৎসে মুসক কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৫(ক) তে এই পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হবে। আমরা এ পর্যন্ত দুটি টিপস শিখেছি। তা হলো: (১) কে কে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে? আর (২) ৩৯টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞাপন সেবার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে।

পাঠকদের সুবিধার্থে এ পর্যায়ে আমি একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই, তা হলো উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়টি বুঝার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। আপনার প্রতিষ্ঠান যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের একটি হয়) তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের বিপরীতে আপনি যখন কোনো বিল পরিশোধ করবেন তখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। আপনার সামনে কোনো বিল আসলে প্রথমেই আপনি চিন্তা করবেন যে, বিলটি সেবা ক্রয়ের বিল, নাকি পণ্য ক্রয়ের বিল। বিলটি যদি সেবা ক্রয়ের বিল হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে সেবাটি কোন্ সেবা। সেবাটি যদি নিম্নের তালিকায় বর্ণিত ৩৯টি সেবার মধ্যের কোনো সেবা হয়ে থাকে, তাহলে ডানপার্শ্বে বর্ণিত হারে ভ্যাট বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে কর্তন করতে হবে। উক্ত সেবাগুলোর ক্ষেত্রে সব পরিস্থিতিতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ভ্যাট চালান থাকলেও কর্তন করতে হবে, ভ্যাট চালান না থাকলেও কর্তন করতে হবে। ট্রেজারী চালান থাকলেও কর্তন করতে হবে, ট্রেজারী চালান না থাকলেও কর্তন করতে হবে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও কর্তন করতে হবে, চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলেও কর্তন করতে হবে। VAT Inclusive মূল্য হলেও ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে; VAT Exclusive মূল্য হলেও ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। মোটকথা, নিম্নের তালিকায় বর্ণিত ৩৯টি সেবার ক্ষেত্রে সব পরিস্থিতিতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যেখানে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। কর্তন করার পর কী করতে হবে তা পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে। তাহলে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গেল। আপনি যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে বিল পেয়ে সেকশনে কাজ করেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের বিপরীতে কোনো বিল আপনার কাছে উপস্থাপন করা হলে আপনি শুধু দেখবেন যে, ক্রয়টি সেবা কিনা এবং নিম্নের ৩৯টি সেবার মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিনা। যদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে নিম্নের তালিকায় ওই সেবার ডানদিকে বর্ণিত হারে ভ্যাট কনফিডেন্টলী উৎসে কর্তন করবেন। আপনার প্রতিষ্ঠান যেসব সেবা ক্রয় করে তার অধিকাংশ নিম্নের ৩৯টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত এই জ্ঞানটুকু নিয়েই আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার কাজ সঠিকভাবে করতে পারবেন।

কোনো সেবা নিম্নের ৩৯টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যাবে। তবে, কয়েকটি ক্ষেত্রে সহজে বুঝা যাবে না। এখানে আর একটা জরুরি বিষয় বলে রাখা দরকার তা হলো, নিম্নের তালিকার ক্রমিক নং-১৯ এ বর্ণিত 'যোগানদার' হলো

পণ্যের সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা, অর্থাৎ তা হলো পণ্যের সরবরাহ। আমরা এখন আলোচনা করছি সেবার সরবরাহ গ্রহণ অর্থাৎ সেবা ক্রয়। তাই, যোগানদার বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩৮টি সেবা। ক্রমিক নং-৫ এ আছে বিজ্ঞাপন সেবা। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে। বিজ্ঞাপন সেবা বাদ দিলে থাকে ৩৭টি সেবা। উক্ত দুটি সেবা পরবর্তীতে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। তাই, আপনার সামনে কোনো বিল উপস্থাপন করা হলে আপনি দেখবেন যে, ক্রয়টি ওই ৩৭টি সেবার মধ্যে পড়ে কিনা। যদি পড়ে তাহলে ওই সেবার ডানদিকে বর্ণিত হারে ভ্যাট অবশ্যই উৎসে কর্তন করতে হবে। আপনার সামনে উপস্থাপিত বিলের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা ক্রয় করেছে সে সেবাটি নিম্নের কোন্ সেবার আওতায় পড়বে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুঝা সহজ হবে না। সে ক্ষেত্রে সেবার সংজ্ঞা দেখতে হবে। এস,আর,ও নং ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মুসক, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ তে সেবার সংজ্ঞাসমূহ উল্লেখ রয়েছে। আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা ক্রয় করেছে সে কার্যক্রম সেবার যে সংজ্ঞার সাথে বেশি ফিট করে সেই সেবার আওতায় ফেলতে হবে। কোনো সেবার সংজ্ঞার মধ্যে যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে সেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে আপনার ক্রয়কৃত সেবাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা দেখতে হবে। যে সেবার সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সেবার আওতায় ফেলতে হবে। কিছু কিছু সেবার সংজ্ঞা রয়েছে যা প্রায় কাছাকাছি, যেমন: কনসালট্যান্সী ফার্ম, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ইত্যাদি। এরূপক্ষেত্রে আপনার ক্রয়কৃত সেবার কার্যক্রম কোন্ সেবার সংজ্ঞার আওতায় বেশি অংশ অন্তর্ভুক্ত তা খুব অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করতে হবে। যে সেবার সংজ্ঞার আওতায় বেশি অংশ অন্তর্ভুক্ত হয় সে সেবার আওতায় ফেলতে হবে।

নিম্নের তালিকায় উক্ত ৩৯টি সেবা এবং প্রতিটি সেবার বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমিক নং-১৯ এ যোগানদার বর্ণিত রয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে, যোগানদার হলো পণ্য ক্রয় করে সরবরাহ দেয়া সংক্রান্ত সেবা। অর্থাৎ পণ্য কোনো স্থান থেকে ক্রয় করে বহন করে নিয়ে এসে কোনো উৎসে কর্তনকারীর নিকট সরবরাহ দেয়া হলো যোগানদার সেবা। আমাদের ভ্যাট সিস্টেমে ইহা পণ্যের সরবরাহ নয়, ইহা সেবার সরবরাহ। যোগানদার বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩৮টি সেবা। ক্রমিক নং-৫ এ উল্লেখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩৭টি সেবা। ওই ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে ডানদিকে বর্ণিত হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সকল পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক।

| ক্রম. নং | সেবার কোড | সেবার শিরোনাম                   | মুসক উৎসে কর্তনের হার |
|----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| (১)      | (২)       | (৩)                             | (৪)                   |
| ০১.      | S০০২.০০   | ডেকোরেশন ও ক্যাটারার্স          | ১৫%                   |
| ০২.      | S০০৩.১০   | মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ | ১০%                   |
| ০৩.      | S০০৩.২০   | ডকইয়ার্ড                       | ১০%                   |
| ০৪.      | S০০৪.০০   | নির্মাণ সংস্থা                  | ৭%                    |
| ০৫.      | S০০৭.০০   | বিজ্ঞাপনী সংস্থা                | ১৫%                   |
| ০৬.      | S০০৮.১০   | ছাপাখানা                        | ১৫%                   |

| ক্রম. নং | সেবার কোড | সেবার শিরোনাম   | মুসক উৎসে কর্তনের হার  |
|----------|-----------|---|--|
| (১)      | (২)       | (৩)   | (৪)  |
| ০৭.      | S০০৯.০০   | নিলামকারী সংস্থা  | ১৫%  |
| ০৮.      | S০১০.১০   | ভূমি উন্নয়ন সংস্থা   | ৩%   |
| ০৯.      | S০১০.২০   | ভবন নির্মাণ সংস্থা  | ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত শতকরা তের দশমিক তিন চার শতাংশ                                      |
|          |           |   | খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদুর্ধ্ব শতকরা ত্রিশ শতাংশ  |
|          |           |   | গ) পূর্ণঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে শতকরা তের দশমিক তিন চার শতাংশ                              |
| ১০.      | S০১৪.০০   | ইন্ডেন্টিং সংস্থা   | ১৫%  |
| ১১.      | S০২০.০০   | জরিপ সংস্থা   | ১৫%  |
| ১২.      | S০২১.০০   | প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা  | ১৫%  |
| ১৩.      | S০২৪.০০   | আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র   | (ক) উৎপাদন পর্যায়ে  |
|          |           |   | (খ) বিপণন পর্যায়ে (শো-রুম) (উৎপাদন পর্যায়ে ৭% হারে মুসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে)। |
| ১৪.      | S০২৮.০০   | কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস   | ১৫%  |
| ১৫.      | S০৩১.০০   | পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং-এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা | ১৫%  |
| ১৬.      | S০৩২.০০   | কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম   | ১৫%  |
| ১৭.      | S০৩৩.০০   | ইজারাদার  | ১৫%  |
| ১৮.      | S০৩৪.০০   | অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম   | ১৫%  |
| ১৯.      | S০৩৭.০০   | যোগানদার (Procurement Provider)   | ৫%   |
| ২০.      | S০৪০.০০   | সিকিউরিটি সার্ভিস   | ১৫%  |
| ২১.      | S০৪৫.০০   | আইন পরামর্শক  | ১৫%  |
| ২২.      | S০৪৮.০০   | পরিবহন ঠিকাদার  | (ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে   |
|          |           |   | (খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে  |
| ২৩.      | S০৪৯.০০   | যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী  | ১৫%  |
| ২৪.      | S০৫০.১০   | আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর  | ১৫%  |

| ক্রম. নং | সেবার কোড | সেবার শিরোনাম  | মুসক উৎসে কর্তনের হার |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| (১)      | (২)       | (৩)  | (৪)                   |
| ২৫.      | S০৫০.২০   | গ্রাফিক ডিজাইনার   | ১৫%                   |
| ২৬.      | S০৫১.০০   | ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম  | ১৫%                   |
| ২৭.      | S০৫২.০০   | শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী                                 | ১৫%                   |
| ২৮.      | S০৫৩.০০   | বোর্ড সভায় যোগদানকারী   | ১৫%                   |
| ২৯.      | S০৫৪.০০   | উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী                         | ১৫%                   |
| ৩০.      | S০৫৮.০০   | চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী                       | ১৫%                   |
| ৩১.      | S০৬০.০০   | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা   | ৫%                    |
| ৩২.      | S০৬৫.০০   | ভবন মেঝে ও অঙ্গন পরিষ্কার/রক্ষণাবেক্ষণকারী                           | ১৫%                   |
| ৩৩.      | S০৬৬.০০   | লটারির টিকিট বিক্রয়কারী   | ১৫%                   |
| ৩৪.      | S০৭১.০০   | অনুষ্ঠান আয়োজক  | ১৫%                   |
| ৩৫.      | S০৭২.০০   | মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান                          | ১৫%                   |
| ৩৬.      | S০৯৯.১০   | তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) | ৫%                    |
| ৩৭.      | S০৯৯.২০   | অন্যান্য বিবিধ সেবা  | ১৫%                   |
| ৩৮.      | S০৯৯.৩০   | স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services)                               | ১৫%                   |
| ৩৯.      | S০৯৯.৬০   | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি  | ৭%                    |

#### বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান একটু আলাদা। তাই, ইহা এখানে পৃথকভাবে আলোচিত হলো। কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা প্রদান করার পর যখন সেবা গ্রহীতার কাছে বিল দাখিল করবে, তখন বিলের সাথে ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করবে। ভ্যাট চালানপত্র তার এলাকার ভ্যাট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা (আরও) বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (এআরও) এর কাছ থেকে সত্যায়িত করে নেবেন। এভাবে বিলের সাথে প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করা থাকলে সেবা গ্রহীতা বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবেন না, এই হলো নিয়ম। ভ্যাট কর্তন না করে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করে দেবেন। কিন্তু যদি প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র বিলের সাথে না থাকে বা আদৌ কোনো ভ্যাট চালানপত্র বিলের সাথে না থাকে, তাহলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে অনেকের মনে অস্পষ্টতা রয়েছে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা বলতে কোনো বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ, যে কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকরণ বা প্রচারকাজে সহায়তা করাকে বুঝায়। ওয়েসবাইট বা পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করাও এই সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। সে হিসেবে বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারী কোনো প্রতিষ্ঠান, এবং প্রচারকারী অর্থাৎ

রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, ওয়েবসাইট, বিলবোর্ড ইত্যাদি এবং প্রচারকাজে সহায়তাকারী অর্থাৎ মিডিয়া এজেন্সী আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত হবে। এসব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রস্তুত ও সরবরাহ বা প্রচার করলে বিলের সাথে প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করবে। ভ্যাট চালানপত্র স্থানীয় ভ্যাট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত করতে হবে। তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। প্রত্যায়িত ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করা না হলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। দয়া করে 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার সংজ্ঞা দেখে নিন। দ্বিতীয় খণ্ড, এস,আর,ও নং-১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূসক, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিঃ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় আর কোনো ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র ভ্যাট অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করার বিধান নেই। শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কারণে ভ্যাট অফিসার কর্তৃক ভ্যাট চালানপত্র সত্যায়িত করার বিধান করা হয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

আমরা এ পর্যন্ত তিনটি টিপস শিখেছি। ৩৭টি সেবা এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবাসহ সর্বমোট ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পদ্ধতি ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। যোগানদার সেবাটি পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যোগানদার সেবা হলো পণ্য একস্থান থেকে কিনি বহন করে নিয়ে অন্যস্থানে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী সংস্থার নিকট সরবরাহ করা সংক্রান্ত সেবা। তাই, যোগানদার সেবা পণ্যের মত দেখা গেলেও এটি আসলে আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি সেবা। যোগানদার সেবা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিলাম যে, যোগানদার সেবাসহ ৩৯টি সেবা আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে এখন ৩৯টি সেবার বাইরের সেবাগুলো আলোচনা করতে হবে।

### ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা যদি ক্রয় করা হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কী? জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ০২(২)-এ এ বিষয়ের বিধান বর্ণিত রয়েছে। বিধান হলো, উক্ত ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতার প্রাথমিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব নেই। তবে, সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট তার স্থলে পরিশোধ করেছেন কিনা তা দেখার দায়িত্ব সেবা গ্রহণকারীর রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ট) অনুসারে, সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট যথানিয়মে পরিশোধ করেছেন কিনা তা সেবা গ্রহণকারীর দেখার দায়িত্ব রয়েছে। তাই, ওই ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা ক্রয় করা হলে সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কিনা তা যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। সেবা প্রদানকারী যদি ভ্যাট পরিশোধ করে থাকেন, তাহলে সেবা গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তন করবেন না। আর যদি সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ না করে থাকেন, তাহলে সেবা গ্রহণকারী প্রযোজ্য ভ্যাট বিল পরিশোধের সময় উৎসে কর্তন করবেন। এখন প্রশ্ন আসে যে,

সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কিনা তা সেবা গ্রহণকারী কিভাবে নিশ্চিত হবেন। প্রথমতঃ ভ্যাট চালানপত্র দেখে নিশ্চিত হবেন। সেবা প্রদানকারী তার বিলের সাথে 'মূসক-১১' ফরমে ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করবেন। ভ্যাট চালানপত্রটি আপাতদৃষ্টিতে সঠিক আছে কিনা তা জানতে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখতে হবে। চালানপত্রটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ইস্যু করা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। অবশ্য ভ্যাট চালানপত্রে উক্ত ফরম্যাটের ফিল্ডসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে অতিরিক্ত ফিল্ড ও তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সে বিধান আছে। চালানপত্রটি যদি হাতে লেখা হয়, তাহলে উহা দ্বিমুখী কার্বনবিশিষ্ট হতে হবে। চালানপত্রে কোনো কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ফ্লুইডের ব্যবহার থাকবে না। চালানপত্রে ক্রমিক সংখ্যা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা, ক্রেতার নাম, ঠিকানা, করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্যাদি সঠিকভাবে লেখা আছে কিনা তা দেখতে হবে। চালানপত্রে সেবার মূল্য ও ভ্যাট কত এবং সর্বমোট মূল্য কত তা উল্লেখ থাকতে হবে। তবে, চালানপত্রে ভ্যাটসহ মূল্য উল্লেখ থাকতে পারে। ভ্যাট চালানপত্রের নিচে বিক্রেতার স্বাক্ষর ও তারিখ লেখার স্থান রয়েছে। উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ ছাড়াও তার নাম, পদবী ও সীল থাকা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যদি কেউ কম্পিউটারে তৈরী ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করে, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত যে আদেশের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাহায্যে ভ্যাট চালানপত্র প্রস্তুত করে, সে আদেশের ফটোকপি চেয়ে নেয়া ভালো। উল্লেখ্য, কম্পিউটারের সাহায্যে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করতে হলে সফটওয়্যার স্থাপন করে স্থানীয় ভ্যাট কমিশনারের নিকট থেকে অনুমোদন করতে হয়। একটি আপাতদৃষ্টিতে সঠিক ভ্যাট চালানপত্র থাকলেই ধরে নেয়া যায় যে, সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধ করা হবে বা হয়েছে। এ বিষয়টি তেমন জটিল নয়। সাধারণত যারা ক্রয় করে তারা প্রচুর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্রয় করে না। তাদের সরবরাহ দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকজন ভেঙের থাকেন। তাই, কোনো একজন ভেঙের যখন ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করেন, তখন চালানপত্রটি সঠিক আছে কিনা তা বুঝা সহজ। উক্ত ভেঙের আগের চালানপত্রের, ক্রমিক নং, স্বাক্ষর, গেট-আপ ইত্যাদি দেখে বুঝা যায় যে, চালানপত্রটি সঠিক কিনা। মোট কথা, ওই ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা যদি কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে থাকে; আর বিলের সাথে যদি একটি সঠিক ভ্যাট চালানপত্র থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না; ভ্যাটসহ বিল পেমেন্ট করে দিতে হবে।

তবে, সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কিনা তা শুধু ভ্যাট চালানপত্র দেখে অনেক সময় পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া না যেতে পারে। বা চালানপত্রটি জাল হতে পারে। তাই, সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কিনা তা অধিকতর নিশ্চিত হতে হলে, তার কাছে ট্রেজারী চালানের কপি চাওয়া যায়। সেবা প্রদানকারী যদি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে থাকেন, তাহলে ট্রেজারী চালানের ফটোকপি নিয়ে নিতে হবে। এবার আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, ভ্যাটসহ বিল আপনি পেমেন্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু সেবা প্রদানকারী যদি বলেন যে, তিনি চলতি হিসাব রেজিস্টারের (মূসক-১৮) মাধ্যমে ভ্যাট পরিশোধ করেছেন, তাহলে চলতি হিসাব রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট অংশের ফটোকপি চাওয়া যায়। এবং সেখানে ভ্যাট চালানপত্রটি এন্ট্রি দেয়া আছে কিনা এবং স্থিতি থেকে ভ্যাট বিয়োগ করা আছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি

চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতি থেকে ভ্যাট বিয়োগ করা থাকে তাহলে সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন তা আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন। আপনি উৎসে ভ্যাট কর্তন করবেন না। ভ্যাটসহ বিল পরিশোধ করে দেবেন। মোটকথা, উক্ত ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন তা সেবা গ্রহণকারীকে নিশ্চিত হতে হবে। সেবা প্রদানকারীর ভ্যাট পরিশোধের বিষয়ে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি নিশ্চিত হওয়া না যায়, তাহলে প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তিনটি বিষয় উপরে বর্ণিত হয়েছে; যথা: সঠিক ভ্যাট চালান, ট্রেজারি চালান এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতি থেকে বিয়োগ করা। সঠিক ভ্যাট চালান থাকাই যথেষ্ট। অথবা ভ্যাট চালান এবং ট্রেজারি চালানের কপি থাকলেও নিশ্চিত হওয়া যায়। অথবা ভ্যাট চালান এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারের ফটোকপি থাকলেও নিশ্চিত হওয়া যায়। ভ্যাট চালান অবশ্যই থাকতে হবে।

যদি দেখা যায় যে, উক্ত ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি; তাহলে বিল পরিশোধ করার সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এখানে কত শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। ওই সেবার ক্ষেত্রে যে হারে ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে সেই হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সাধারণত ভ্যাটের হার ১৫%। তবে, বর্তমানে ১৭টি সেবার ক্ষেত্রে সংকূচিত হারে অর্থাৎ ১৫ শতাংশের কম হারে ভ্যাট হার প্রযোজ্য রয়েছে; যথা: ২%, ৩%, ৪.৫%, ৫%, ৭% এবং ১০%। নিম্নে সংকূচিত হারের সেবাসমূহ এবং প্রযোজ্য ভ্যাটের হার উল্লেখ করা হলো:

| ক্রম নং | সেবার নাম                    | ভ্যাটের সংকূচিত হার  |
|---------|------------------------------|--|
| ০১.     | নন-এসি রেস্তোরাঁ             | ৭%   |
| ০২.     | মোটর গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ * | ১০%  |
| ০৩.     | ডকইয়ার্ড *                  | ১০%  |
| ০৪.     | নির্মাণ সংস্থা *             | ৭%   |
| ০৫.     | ভূমি উন্নয়ন সংস্থা *        | ৩%   |
| ০৬.     | ভবন নির্মাণ সংস্থা *         | ১ থেকে ১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত ২%<br>১৬০১ বর্গফুট থেকে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ৪.৫%<br>পুণঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ২% |
| ০৭.     | আসবাবপত্র *                  | ফ্যাক্টরীতে ৭%, শো-রুম ৫%  |
| ০৮.     | স্বর্ণকার, রৌপ্যকার          | ৫%   |
| ০৯.     | যোগানদার *                   | ৫%   |
| ১০.     | পরিবহন ঠিকাদার *             | পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য পরিবহন: ৫%<br>অন্যান্য পণ্য পরিবহন: ১০%   |
| ১১.     | বিদ্যুৎ বিতরণকারী            | ৫%   |
| ১২.     | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা *     | ৫%   |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| ১৩. | ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল  | ৫% |
| ১৪. | নিজস্ব ব্র্যান্ড-সম্বলিত বা ব্র্যান্ড ব্যতীত তৈরী পোষাক বিপণন কেন্দ্র | ৫% |
| ১৫. | ভার্চুয়াল বিজনেস   | ৫% |
| ১৬. | তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা *  | ৫% |
| ১৭. | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী   | ৭% |

উক্ত ১৭টি সংকূচিত মূল্যভিত্তিক সেবার মধ্যে উপরের তারকাচিহ্নিত সেবাগুলো পূর্বে বর্ণিত ৩৯টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। তারকাচিহ্নিত ছাড়া যে সেবাগুলো রয়েছে সেসব সেবার ক্ষেত্রে উপরের অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণ থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। প্রমাণ না থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে প্রথমত যথাযথভাবে ইস্যুকৃত ভ্যাট চালানপত্র-কে বিবেচনা করা যায়। ভ্যাট চালানপত্র অবশ্যই থাকতে হবে। অতঃপর ট্রেজারী চালান এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট অংশের ফটোকপি এই দুটির মধ্যে যেকোনো একটি থাকতে হবে। এদুটি একত্রে থাকা সম্ভব নয় যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এতক্ষণ আমরা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি এ বিষয়টি পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। অতি সংক্ষেপে বিষয়টি এভাবে পেশ করা যায়। তালিকায় বর্ণিত ৩৯টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র সংশ্লিষ্ট সার্কেলের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করা থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উক্তরূপে সত্যায়িত করা না থাকলে ১৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এই ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ দাখিল করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, প্রমাণ দাখিল না করলে প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

### পণ্যের সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান

আমরা ইতোপূর্বে বলেছিলাম যে, যদি আপনার সামনে সেবা ক্রয়ের বিল উপস্থাপন করা হয়, তাহলে উপরের বিধানসমূহ অনুসরণ করতে হবে। আর যদি আপনার সামনে পণ্য ক্রয়ের বিল উপস্থাপন করা হয়, তাহলে নিম্নের বিধান অনুসরণ করতে হবে। যদি আপনার সামনে পণ্য ক্রয়ের বিল উপস্থাপন করা হয়, তাহলে দেখতে হবে যে, সরবরাহটি কে প্রদান করেছেন। পণ্যের সরবরাহটি প্রদান করতে পারেন উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী বা যোগানদার। এই তিনটি সরবরাহকারীর প্রতিটির ক্ষেত্রে আলাদা বিধান রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে, 'যোগানদার' একটি সেবা হলেও ইহা হলো পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা। পণ্য এক স্থান থেকে ক্রয় করে বহন করে নিয়ে কোনো উৎসে কর্তনকারীর কাছে সরবরাহ করা হলো যোগানদার সেবা। যোগানদার সেবা পণ্য আকারে সামনে আসে। তাই, এ বিষয়টি আমরা পণ্য সরবরাহের সাথে আলোচনা করছি। পণ্য

সরবরাহ নেয়া হলে তা যোগানদার সেবা হবে কি-না তা বুঝার জন্য নিম্নের আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

পূর্বের তালিকায় বর্ণিত সেবার মধ্যে ‘যোগানদার’ সেবাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পদ্ধতি নিয়ে জনমনে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই, যোগানদার সেবার ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটের সময় ‘যোগানদার’ সেবার সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

### ‘যোগানদার’ সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

যোগানদার (Procurement Provider) সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ, এই সেবার আওতা ও পরিধি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যোগানদার সেবার সংজ্ঞা হলো “যোগানদার অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।” এর মর্মার্থ হলো টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হলে বা কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করা হলে বা ‘অন্যবিধভাবে’ অর্থাৎ নগদে ক্রয় করা হলে তা ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, ১,০০০ (এক হাজার টাকা) পর্যন্ত কোনো একক ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না এই বিধান ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল যা ১ বছর বহাল ছিল। ০৭ জুন, ২০১৮ তারিখ থেকে সে বিধান বাতিল করা হয়েছে। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় ইতোপূর্বে ছিল “যেকোনো পণ্য বা সেবা” সরবরাহকারী। এর ফলে ভ্যাটমুক্ত পণ্য সরবরাহ করা হলেও তা যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হয়ে যেতো। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হতো। তাই, তা পরিবর্তন করে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটের সময় “যোগানদার” এর সংজ্ঞায় “করযোগ্য পণ্য বা সেবা” সরবরাহকারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো - যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ নেয়া হয়েছে তা ভ্যাটযোগ্য হলে ওই সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ‘যোগানদার’ সেবার সংজ্ঞাভুক্ত হবে। তাই, এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কোনো পণ্য বা সেবা ভ্যাটযোগ্য কি-না তা শুধুমাত্র ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল এবং দ্বিতীয় তফসিলের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে। এসআরও-এর মাধ্যমে যেসব পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেসব পণ্য বা সেবা হলো করযোগ্য পণ্য বা সেবা। কারণ, এসআরও দ্বারা কোনো বিশেষ পর্যায়ে (আমদানি, উৎপাদন, ব্যবসায়ী) অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তাই, এখন “যোগানদার” সেবার অর্থ এমন যে, ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলের বাইরের কোনো পণ্য যদি সরবরাহ দেয়া হয়, তা হবে করযোগ্য পণ্য এবং তার সরবরাহকারী হবেন যোগানদার (উৎপাদনকারী ও ট্রেডার কর্তৃক সরবরাহ ব্যতীত)।

যোগানদারের সংজ্ঞায় ‘পণ্য বা সেবার সরবরাহ’ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ কোনো সেবার সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা রয়েছে। প্রতিটি সেবার শিরোনাম দেয়া আছে। অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা এবং সংজ্ঞায় বর্ণিত সেবা ছাড়া আর যত সেবা রয়েছে তা ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’র আওতায় পড়ে, সেবার কোড নং-এস০৯৯.২০। কোনো সেবার সরবরাহ দেয়া হলে তা হবে ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা, অথবা সংজ্ঞায় বর্ণিত সেবা অথবা অন্যান্য বিবিধ সেবা। এই তিনটি ক্যাটাগরির বাইরে কোনো সেবা নেই। তাই, সাধারণতঃ কোনো সেবার সরবরাহ ‘যোগানদার’ সেবা নয়। ‘যোগানদার’ সেবা হলো পণ্যের সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা। পণ্য ক্রয় করে বহন করে নিয়ে এসে কোনো উৎসে কর্তনকারীর নিকট সরবরাহ দেয়া হলো যোগানদার সেবা। তাই, যোগানদার সেবার সংজ্ঞা হতে ‘সেবার সরবরাহ’ বিলুপ্ত করাই সমীচীন হবে বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। তাহলে বিষয়টি আরো সহজভাবে পাঠকদের কাছে বোধগম্য হবে।

যোগানদার সেবা প্রদানকারীকে চিহ্নিত করা অনেক সময় সেবা গ্রহণকারীদের জন্য কঠিন হয়। ১১ ডিজিটের ভ্যাট নিবন্ধনপত্র দেখে যোগানদার সেবা প্রদানকারীকে চিহ্নিত করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে ভ্যাট নিবন্ধিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা যাবে না। টেন্ডারের সাথে ভ্যাট নিবন্ধনপত্রের ফটোকপি দাখিল করতে হবে। টেন্ডার দাখিলকারী যদি যোগানদার হন, তাহলে তার ১১ ডিজিট ভ্যাট নিবন্ধনপত্রে সাধারণতঃ “আপনার ব্যবসার প্রকৃতি” এর স্থলে “Service Renderer” লেখা থাকবে এবং “ব্যবসার কার্যক্রম” এর স্থলে “S037: Procurement Provider” লেখা থাকবে। সরবরাহকারী যদি উৎপাদক হন, তাহলে “আপনার ব্যবসার প্রকৃতি” এর স্থলে “Supplier (Manufacturer)” লেখা থাকবে। সরবরাহকারী যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে “আপনার ব্যবসার প্রকৃতি” এর স্থলে “Supplier (Trader)” লেখা থাকবে। তবে, ৯ ডিজিটের অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে এরূপ উল্লেখ থাকে না। ১১ ডিজিটের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ছাড়াও ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, টেন্ডার ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র ইত্যাদি দেখে নিশ্চিত হতে হবে যে, পণ্যের সরবরাহকারী যোগানদার কিনা। মনে রাখতে হবে যে, যিনি যোগানদার তিনি পণ্য উৎপাদন করেন না - তিনি পণ্য স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে অথবা কোনো উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে অথবা টেন্ডার বা কার্যাদেশ পাওয়ার পর বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবরাহ করেন। যোগানদার হিসাবে ৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হলে সরবরাহকারী যে যোগানদার তা নিশ্চিত হতে হবে। সরবরাহকারী উৎপাদক নয় বা সরবরাহকারী স্থানীয় ব্যবসায়ী নয় বা সরবরাহকারী বাণিজ্যিক আমদানিকারক নয় - এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়া গেলেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সরবরাহকারী যোগানদার। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার তা হলো এস.আর.ও. নং-১৬৭-আইন/২০১৮/৭৯০-মূসক, তাং ০৭ জুন, ২০১৮ অনুসারে নিম্নের সরবরাহগুলো যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না:

(ক) স্কুলের টিফিন সরবরাহ;

- (খ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাদেশ এর বিপরীতে মুদ্রিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এবং সমমান পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ;
- (গ) তুলা সরবরাহ;
- (ঘ) ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ পেপার সরবরাহ;
- (ঙ) ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা (cullet) সরবরাহ;
- (চ) প্লাস্টিক বর্জ্য সরবরাহ;
- (ছ) জিলেটিন ক্যাপসুলের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত গরু ও মহিষের হাড় সরবরাহ;
- (জ) স্টিল মিলে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত স্ক্র্যাপ/ভাঙ্গারী সরবরাহ;
- (ঝ) পাটজাত পণ্যের সরবরাহ।

একটি বিষয় এখানে মনে রাখা খুবই দরকার যে, সরবরাহকারী যদি উৎপাদক হন বা ব্যবসায়ী হন এবং তিনি যদি মূসক চালানপত্র ইস্যু করেন তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, তিনি যোগানদার নন। এজন্যেই সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস যোগানদার কি-না তা নিশ্চিত হওয়া জরুরী। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। ধরা যাক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড টেভারের মাধ্যমে ১০,০০০ পিস সাবান ক্রয় করবে। এই টেভারে অংশগ্রহণ করেছে কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানী। এই কোম্পানীটি হলো উৎপাদক। আরো অংশগ্রহণ করেছে এস,আর, এন্টারপ্রাইজ। ইহা যোগানদার। টেভারে যদি কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানী সরবরাহের আদেশ পায়, তাহলে উৎপাদনকারী হিসাবে ভ্যাট চালানসহ সাবান সরবরাহ করবে। বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কিন্তু এস,আর, এন্টারপ্রাইজ যদি সরবরাহ আদেশ পায়, তাহলে বাজার থেকে ক্রয় করে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে বিল পরিশোধের সময় যোগানদার হিসাবে ৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

যোগানদার যদি কোনো পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবরাহ প্রদান করেন, তাহলে আমদানি স্তরে শুক্রায়নের সময় টেভার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। আমদানি পর্যায়ে টেভার ডকুমেন্ট দাখিল করা হলে ৫% হারে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হবে না। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসাবে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে টেভার বা কার্যাদেশ পাওয়ার পর ওই টেভার বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য আমদানি করতে হবে। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এটিভি আরোপিত হবে না, সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসেবে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। বাণিজ্যিক আমদানিকারক আর টেভার বা কার্যাদেশের বিপরীতে আমদানিকারক এক নয়। বাণিজ্যিক আমদানিকারক আমদানি পর্যায়ে এটিভি পরিশোধ করেন। আমদানি করার পর তিনি পণ্যটি বিক্রী করেন। তার বিক্রীর ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তার যদি ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন ২৬.৬৭ শতাংশ হয়, তাহলে তার ব্যবসায়ী পর্যায়ে আর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না, যেহেতু আমদানি পর্যায়ে ২৬.৬৭ শতাংশ ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজন বিবেচনা করে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি ভ্যাট চালানপত্রে সীল দিয়ে পণ্য বিক্রী করতে পারবেন। তিনি মূল্য ঘোষণা দিয়ে, ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বিক্রী করলে

রেয়াত পাবেন। এরূপ বাণিজ্যিক আমদানিকারক যদি কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পণ্য সরবরাহ করেন তাহলে ভ্যাট চালানপত্র থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুলাই, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ০২(২)(খ)-তে 'আমদানি করে পণ্য সরবরাহ' বলতে টেভার বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানি বুঝানো হয়েছে, বাণিজ্যিক আমদানিকারক বুঝানো হয়নি। অনেকে এ বিষয়টি ভুল বুঝে থাকেন। মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, কোনো উৎপাদক বা ব্যবসায়ী যদি ভ্যাট চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেন তাহলে যোগানদার হিসাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস নিশ্চিত হয়ে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যোগানদার কে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকটি কুইক টিপস এই অধ্যায়ের শেষে পেশ করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিন। টিপসগুলো যোগানদার কে তা বুঝার জন্য খুব সহায়ক হবে বলে আশা করি। তবে, যোগানদার কে তা বুঝার জন্যে যোগানদারের কাজের প্রকৃতি কী তা এখানে একটু আলোচনা করা যায়। যোগানদার যাকে আমরা সাধারণভাবে সাপ্লায়ার বলে উল্লেখ করে থাকি তিনি প্রথমে কোনো ঠিকানায় একটি ট্রেড লাইসেন্স করেন। এবং সে ঠিকানায় তিনি একটি আয়কর রেজিস্ট্রেশন (টিআইএন) করেন এবং একটি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন (বিআইএন) করেন। এই ঠিকানায় হয়তোবা তার তেমন কিছুই নেই। তিনি তার অফিসিয়াল কাজের জন্য প্যাড, সিল তৈরি করেন। অপরদিকে, যিনি ব্যবসায়ী (ট্রেডার) তিনি প্রথমে দোকান তৈরি করেন। তারপর দোকানে পণ্য কিনে এনে জমা করেন। যোগানদার পণ্য কিনে জমা করেন না। এবার যোগানদার পত্রিকায়, ওয়েবসাইটে টেভার বিজ্ঞপ্তি দেখে দেখে টেভার দাখিল করতে থাকেন। তিনি যদি আর্নেস্ট মানি দিতে পারেন, তাহলে সব ধরনের টেভারের বিপরীতেই টেভার দাখিল করতে থাকেন। ধরুন, গ্রামীণ ফোন লিমিটেড ১০০০টি স্যামসাং নোট-৭ মোবাইল সেট কেনার জন্যে টেভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যোগানদার সেখানে টেভার দাখিল করেন। যোগানদার মোবাইল সেট আগে কিনে রাখেন না। আবার, ধরুন, বিএডিসি দুটি জিপগাড়ী কেনার জন্যে টেভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যোগানদার সেখানেও টেভার দাখিল করেন। যোগানদার জিপগাড়ী কিনে মজুদ করে রাখেননি। আবার ধরুন, হোটেল সোনারগাঁও ৫,০০০ কেজি গরুর গোশত কেনার জন্যে টেভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যোগানদার সেখানেও টেভার দাখিল করেন। এভাবে যোগানদার একের পর এক টেভার দাখিল করতে থাকেন। যোগানদার যদি কোনো টেভারে জয়লাভ করে ওয়ার্কঅর্ডার পান তাহলে ওই পণ্য উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রয় করে বা আমদানি করে টেভারদাতাকে সরবরাহ করেন। অর্থাৎ যোগানদার পণ্য একস্থান থেকে কিনে অন্যস্থানে সরবরাহ দেন। তাই, যোগানদার হলো সেবা। এই হলো যোগানদারের কাজের প্রকৃতি। এভাবে ব্যবসায়ী (ট্রেডার) থেকে যোগানদারের কাজ পৃথক। ব্যবসায়ী পণ্য কিনে এনে তার বিক্রয় স্থানে মজুদ করে ক্রেতাদের জন্যে উন্মুক্ত করে রাখেন। ক্রেতারা এসে দেখে ক্রয় করে নিয়ে যান।

### উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করার দায়িত্ব রয়েছে। তাছাড়া, ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন

করতে হবে তা আলোচনা করেছি। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধানসমূহ আলোচনা করেছি। যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পদ্ধতি আলোচনা করেছি। এ পর্যন্ত সব সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আমরা পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আলোচনা শুরু করেছি। আমরা দেখেছি যে, পণ্য সরবরাহ করেন উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী এবং যোগানদার। আমরা আরো দেখেছি যে, পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কে যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে আর কে যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না। যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হলে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যোগানদার হিসেবে বিবেচিত না হলে সাধারণত কোনো ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো পণ্যের সরবরাহকারী যদি নিজেই উৎপাদক হন এবং তিনি যদি ভ্যাট চালানসহ পণ্য সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না বিধায় এরূপ সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমরা আরো আলোচনা করেছি যে, একইভাবে কোনো ব্যবসায়ী (Trader) যদি ভ্যাট চালানসহ পণ্য সরবরাহ করেন, তিনিও যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না বিধায় সেক্ষেত্রেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অর্থাৎ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কোনো পণ্যের সরবরাহ গ্রহণ করে তাহলে বিল পরিশোধ করার সময় প্রথমত দেখতে হবে যে, সরবরাহটি প্রদান করেছে কোনো উৎপাদনকারী, নাকি ব্যবসায়ী, নাকি যোগানদার। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, টিআইএন, ট্রেড লাইসেন্স, মেমোরেণ্ডাম বা অন্য কোনো ডকুমেন্ট দেখে এবং প্রয়োজন হলে সরবরাহকারীর ব্যবসায়স্থলে গমন করে নিশ্চিত হতে হবে যে, সরবরাহকারী কি উৎপাদনকারী নাকি ব্যবসায়ী নাকি যোগানদার। এ বিষয়টি তেমন কঠিন নয়। প্রতিটি বিল পরিশোধ করার সময় তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন ভেভর সরবরাহ প্রদান করেন। ভেভরদের পূর্ব থেকেই নিয়োগ দেয়া থাকে। ভেভরদের যখন নিয়োগ দেয়া হয়, তখনই এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নেয়া যায় যে, ভেভর কি উৎপাদনকারী, নাকি ট্রেডার, নাকি যোগানদার। ধরুন, হোটেল সোনারগাঁও নিয়মিতভাবে ভোজ্যতেল সরবরাহ নেয়ার জন্য ভেভর নিয়োগ দেবে। এজন্যে টেভার আস্থান করা হয়েছে। টেভারে অনেক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ এডিবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। আরো রয়েছে প্রিন্স বাজার (প্রাঃ) লিঃ। তাছাড়া, রয়েছে মেসার্স রাহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ। এ পর্যায়েই ডকুমেন্ট দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ হলো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রিন্স বাজার (প্রাঃ) লিঃ হলো ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যবসায়ী। আর মেসার্স রাহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ হলো যোগানদার প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ এডিবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ যদি টেভারে নির্বাচিত হয় তাহলে পরবর্তীতে যখনই ভোজ্যতেল সরবরাহ দিয়ে বিল দাখিল করবে তখনই ধরে নেয়া যায় যে, বিলটি দিয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি বিলের ক্ষেত্রে যাচাই করার দরকার হয় না। অবশিষ্ট দুটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এখন আমরা দেখবো যে, এ তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য সরবরাহ দেয়ার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান কী? পণ্য সরবরাহকারী যদি যোগানদার হয় তাহলে আবশ্যিকভাবে

৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, যোগানদার সেবা ৩৯টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। পণ্যের সরবরাহকারী যদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হয় এবং যদি ভ্যাট চালান (মুসক-১১) ইস্যু করে তার উৎপাদনস্থল থেকে সরাসরি পণ্য সরবরাহ দিয়ে যায়, তাহলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। ভ্যাটসহ বিল পরিশোধ করে দিতে হবে। যেমন, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ যদি ভ্যাট চালানসহ হোটেল সোনারগাঁওকে ভোজ্যতেল সরবরাহ করে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যদি ভ্যাট চালান ছাড়া পণ্য সরবরাহ প্রদান করে তাহলে ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ী হয় (ট্রেডার) এবং যদি ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ দেয় তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যেমন, প্রিন্স বাজার লিঃ যদি ভ্যাট চালান ইস্যু করে হোটেল সোনারগাঁওকে ভোজ্যতেল সরবরাহ করে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উল্লেখ্য, ইসিআর রিসিপ্ট ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। প্রিন্স বাজার লিঃ ভ্যাট চালান ছাড়া পণ্য সরবরাহ দিলে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, ১৫% নয়।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম যে, উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো বিল পরিশোধের সময় প্রথমে চিন্তা করবে যে বিলটি সেবা ক্রয়ের বিল না-কি পণ্য ক্রয়ের বিল। সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বিলটি যদি পণ্য ক্রয়ের বিল হয়, তাহলে দেখতে হবে যে, পণ্যের সরবরাহটি যিনি প্রদান করেছেন তিনি কি উৎপাদনকারী, নাকি ট্রেডার, নাকি যোগানদার। প্রতিটি ক্ষেত্রে করণীয় কী হবে তা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত আরো কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা হলো। এই অধ্যায়ের শেষাংশে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত কতিপয় সংক্ষিপ্ত টিপস দেয়া হলো, যা উৎসে ভ্যাট কর্তন বুঝতে অনেক সাহায্য করবে।

**উৎসে ভ্যাট কর্তনের আরো কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:**

#### **বিধি-১৮৬ অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন**

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮৬ অনুসারে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর ১৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লেখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বণ্টন (revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সমুদয় মূল্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন এবং অন্য কোনো সংযোগ প্রদানকালে সংযোগ ফী'র ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যেসব সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চার্জ, ফী ইত্যাদির বিনিময়ে লাইসেন্স, পারমিট, রেজিস্ট্রেশন, সংযোগ ইত্যাদি প্রদান করে তাদের ওপর ১৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। চার্জ, ফী ইত্যাদির ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন ও আদায় করতে হবে। যেমন: গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করে ফী নেয়া

হয়। এই ফী'র ওপর ১৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। পাসপোর্ট ইস্যু করে ফী নেয়া হয়। এক্ষেত্রেও ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু কর ফী নেয়া হয়। এরূপ সব ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

#### সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহির হতে সেবা সরবরাহ করা হয় এবং বাংলাদেশে সেবা গ্রহণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যারা বিল পরিশোধের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা) প্রযোজ্য হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। সেবা আমদানির বিষয়টি একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রম। কোনো ব্যক্তি বিদেশ থেকে এসে সেবা প্রদান করে যান। সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হতে হয়। সেবা প্রদানকারী সেবা প্রদান করে চলে যান। যেমন: কোনো কনসালট্যান্ট কনসালট্যান্সী সেবা দিয়ে চলে যান। অতঃপর ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধ করা হয়। সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংকের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের সেবা মূলতঃ পরামর্শ সেবা। ব্যাংক চুক্তি অনুসারে সেবামূল্য বিদেশে প্রেরণ করবে এবং প্রযোজ্য হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। সেবা গ্রহণকারীর উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণায় উক্ত সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকলে এবং ভ্যাট জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান থাকলে সেবা গ্রহণকারী উক্ত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেবা আমদানির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে।

#### দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান

অনেক সময় “যোগানদার” প্রতিষ্ঠান দরপত্র বা কার্যাদেশ পাওয়ার পর পণ্য আমদানি করে দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহ করে থাকে। এরূপ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য শুদ্ধায়নের সময় দরপত্র সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বা কার্যাদেশ দাখিল করতে হবে। তাহলে দরপত্র বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (এটিভি) আদায়যোগ্য হবে না। সরবরাহ পর্যায়ে “যোগানদার” হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এ ধরনের আমদানিকারকগণ প্রায়শঃই একটি ভুল করে থাকেন। তারা না জানার কারণে বা দ্রুত শুদ্ধায়ন সম্পন্ন করার প্রয়োজনে বা সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক সঠিকভাবে পরামর্শ প্রদান করতে না পারার কারণে আমদানি পর্যায়ে দরপত্র বা কার্যাদেশ সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করেন না। ফলে, আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হয়। আবার, সরবরাহ পর্যায়ে “যোগানদার” হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। তখন সরবরাহকারী এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তিনি আমদানি পর্যায়ে এটিভি পরিশোধ করেছেন। এভাবে জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার সংক্রান্ত ডকুমেন্ট দাখিল করা হলে আর এ ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

#### ঋণপত্রের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান

উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য কোনো ক্রয়ের বিপরীতে যদি ক্রেতার ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করে, তাহলে উক্ত ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে

কর্তন এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার যে উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব ছিল তা মূল্য পরিশোধকারী হিসেবে ব্যাংক-কে পালন করতে হবে।

#### টেন্ডার মূল্য এবং ঘোষিত মূল্যের পার্থক্যের ক্ষেত্রে বিধান

কোনো পণ্যের ঘোষিত মূল্যের চেয়ে টেন্ডার মূল্য কম বা বেশি হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৬/মূসক/৯২ তারিখ: ২১/০১/১৯৯২ অনুসারে টেন্ডার মূল্যের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধিত হতে হবে। টেন্ডারমূল্য এবং ভ্যাট চালানপত্রে উল্লিখিত ভ্যাটসহ মূল্য অভিন্ন হতে হবে এবং তা উৎসে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়ে সরবরাহ গ্রহণ এবং মূল্য পরিশোধ করবেন। অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় যে, পণ্যের ঘোষিত মূল্য কম কিন্তু টেন্ডার মূল্য বেশি। ঘোষিত মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী হলে ভ্যাট চালানপত্র আছে বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন না করতে অনুরোধ করেন। অনেক সময় জানা না থাকার কারণে সরবরাহগ্রহীতা এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করেন না। ইহা সঠিক নয়। সকল ক্ষেত্রে (ট্যারিফ মূল্যের পণ্য ছাড়া) ঘোষিত মূল্য এবং টেন্ডার মূল্য এক ও অভিন্ন হতে হবে। টেন্ডার পাওয়ার পর মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। ট্যারিফ ভ্যালুর পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালুর ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। “মূসক-১১” চালান ইস্যু করতে হবে। ভ্যাট চালানে উল্লিখিত সর্বমোট মূল্য এবং টেন্ডারমূল্য এক হতে হবে। ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানসহ (মূসক-১১) পণ্য সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অনেকে মনে করেন যে, ট্যারিফ মূল্য যেহেতু প্রকৃত বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম তাই, ট্যারিফ মূল্য এবং প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এ ধারণা সঠিক নয়। ট্যারিফ মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। সরকার ওই পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট পেতে চায়। তাই, ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধিত হলে আর ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা থাকে না।

#### কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত ভ্যাট জমা দেয়ার বিধান

কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান তাদের সব শাখা বা বিক্রয়কেন্দ্রে যে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে তা কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জমা প্রদান করবে। অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে শাখা বা বিক্রয়কেন্দ্রে যেখানে অবস্থিত সেখানে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় বা সেখানকার স্থানীয় ভ্যাট কর্তৃপক্ষ সেখানে ভ্যাট জমা দিতে বলেন, তা সঠিক নয়। তবে, বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দিতে হবে না। শাখা অফিসের বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে শাখা অফিস যেখানে অবস্থিত সেখানে স্থানীয় ভ্যাট কমিশনারের অর্থনৈতিক কোডে বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট জমা দিতে হবে। এবং সেখানকার স্থানীয় ভ্যাট সার্কেলে ট্রেজারি চালান জমা দিতে হবে।

#### একাধিক উপাদানবিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকে। কিন্তু মূল্য একবারে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন নিয়ে

জটিলতা দেখা দেয়। তাই, বিধান করা হয়েছে যে, কোনো সরবরাহ একাধিক উপাদানবিশিষ্ট হলে সব উপাদান আলাদা আলাদাভাবে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে উল্লেখ করতে হবে। এবং প্রতিটি উপাদান আলাদা সেবা হিসেবে বিবেচনা করে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অনেক সময় দেখা যায়, একই টেন্ডারের মাধ্যমে কোনো যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দেয়া হয়েছে আবার কয়েক বছরের জন্য মেরামতের কাজ নেয়া হয়েছে। একটি টেন্ডারের মাধ্যমে এ কাজগুলি নেয়া হয়েছে। এখানে যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং মেরামত দুটি সরবরাহ হিসেবে বিবেচনা করে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগ করতে হবে।

আমরা প্রথম অংশ আলোচনা শেষ করেছি। ধারাবাহিকভাবে আমরা কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছি। তা হলো: কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে? ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কী? যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান কী? এই ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? যোগানদারসহ আরো কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? এখন আমরা পূর্বে উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশের ওপর আলোচনা শুরু করবো।

**যে সব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না**

(ক) উৎপাদক/প্রস্তুতকারক যদি কোনো পণ্য ভ্যাট চালানসহ সরাসরি কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী দপ্তরে সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না, বিধায় এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি বিকাশ ব্রেড এ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ ‘মানুষের জন্য’ এনজিওতে বিস্কুট সরবরাহ করে এবং যথাযথভাবে উৎপাদনস্থলের ভ্যাট চালান ইস্যু করে, তাহলে ‘মানুষের জন্য’ এনজিও বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না।

(খ) আবার, ধরা যাক, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম এস,আর, এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটি ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট থেকে সাবান ক্রয় করে বিক্রি করে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান করে এবং ভ্যাট চালান ইস্যু করে। এরূপ প্রতিষ্ঠান যদি ভ্যাট চালানসহ তার পণ্য সরাসরি কোনো উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না, বিধায় বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উল্লেখ্য, ভ্যাট চালান ছাড়াও ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানসহ এরূপভাবে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করা হলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যেমন: ইসিআর রিসিস্ট কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। শর্তগুলো হলো। সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পণ্যের বিবরণ, মূল্য, ভ্যাটের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমো ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। এরূপ প্রতিষ্ঠান যদি তাদের পণ্য তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোসহ সরাসরি কোনো উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উল্লেখ্য, এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাই, সাধারণতঃ এমন প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীগণ সরবরাহ নেন না বা সরবরাহ পান না।

(ঘ) কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোসহ পণ্য সরবরাহ করে থাকে। কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান যদি কোনো পণ্য তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোসহ সরাসরি কোনো উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উল্লেখ্য, এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাই, সাধারণতঃ এমন প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীগণ সরবরাহ নেন না বা সরবরাহ পান না।

(ঙ) গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, পানি ইত্যাদি পরিশোধের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এসব বিল ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। ভ্যাটসহ বিল পরিশোধ করে দিতে হবে। পেট্রোল পাম্প থেকে জ্বালানী তেল এবং গ্যাস সরবরাহ নেয়া হয়। যেহেতু পেট্রোল পাম্প ভ্যাট চালান ইস্যু করে না, তাই পেট্রোল পাম্প থেকে জ্বালানী তেল কিনলে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করার নির্দেশনা ছিল। সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭.০৬.২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ৩(খ) এ সংশোধন করে জ্বালানী তেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না মর্মে বিধান করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে গ্যাস পূর্ব থেকেই উল্লেখ ছিল। তাই, এখন থেকে পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়ির জন্য জ্বালানী তেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং সিএনজি স্টেশন থেকে গাড়ির জন্য সিএনজি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এ বিধানটি খুব জনবান্ধব হয়েছে। কারণ, জ্বালানী তেল এবং গ্যাসের মূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হয় না। তাই, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার যে বিধান পূর্বে ছিল তা যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর ছিল বলে মনে হয় না।

(চ) ট্যারিফ মূল্যের পণ্য ভ্যাট চালানসহ প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক সরাসরি কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ প্রদান করা হলে সরবরাহ মূল্য যাই হোক না কেনো উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, সরকার নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমের জুস একটি ট্যারিফ মূল্যযুক্ত পণ্য। আমের জুসের ট্যারিফ মূল্য হলো প্রতি ১০০০ মি.লি. প্যাক ২৫ (পঁচিশ) টাকা। উৎপাদনকারী উৎপাদন পর্যায়ে ১০০০ মি.লি. এর এক প্যাক আমের জুস সরবরাহের সময় ২৫ টাকা মূল্য হিসেবে এর ওপর ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তার প্রকৃত বিক্রয়মূল্য ২৫ টাকার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। প্রকৃত বিক্রয়মূল্য যাই হোক না কেনো এখানে যেহেতু

সরকার নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে এবং ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করা হয়েছে; সেহেতু, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

(ছ) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ওপর ভ্যাট যা সহজ ভাষায় আমরা বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট বলে বুঝে থাকি, তা ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় ভ্যাট। অর্থাৎ ইহা উৎসে কর্তন নয়। ভাড়া গ্রহণকারী নিজের ভ্যাট নিজেই প্রদান করেন। বাড়ির মালিকের ভ্যাট প্রদানের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। ভাড়া গ্রহীতা চুক্তি অনুযায়ী বাড়ির মালিককে ভাড়া প্রদান করবেন। এবং উক্ত মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হলে, ভাড়া গ্রহীতা তা নিজস্ব তহবিল থেকে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। এবং ট্রেজারী চালান স্থানীয় ভ্যাট সার্কেল অফিসে প্রেরণ করবেন। এ সেবার উপর ভ্যাটের হার বর্তমানে ১৫%। তবে, কতিপয় ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট মওকুফ করা আছে। যথা: (১) নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদনস্থল ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে; (২) সম্পূর্ণ আবাসিক প্রয়োজনে ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে; (৩) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া নিলেও যদি স্থানটি ১৫০ বর্গফুটের বেশী না হয় সেক্ষেত্রে; এবং (৪) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবার আওতায় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট মওকুফ করা আছে।

(জ) এক হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের কোনো একক ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না এমন বিধান বিগত ০১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। ছোটো-খাটে বিলের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে জটিলতা হয়। এরূপক্ষেত্রে ভ্যাটের পরিমাণও বেশি নয়। তাই, ১০০০ টাকা পর্যন্ত একক বিলের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করার বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়টি বাস্তবায়নে বেশি জটিলতা দেখা দেয়। বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবে ব্যাখ্যা করা হতো যে, ১০০০ টাকা মূল্যের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। তাই, সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮ এর মাধ্যমে এ বিধান বাতিল করা হয়েছে। এখন থেকে যেকোনো মূল্যের ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বর্তমান বিধি-বিধান চার অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের ওপর আলোচনা সমাপ্ত হলো। এখন তৃতীয় অংশের ওপর আলোচনা করা হবে।

### উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর কর্তনকারীর করণীয়

এখন আমরা আলোচনা করবো উৎসে ভ্যাট কর্তন করার পর কর্তনকারীর করণীয় কী? উৎসে ভ্যাট কর্তনের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেটের কোডে কর্তিত অর্থ জমা দিতে হবে। ট্রেজারী চালানে অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০০/০৩১১ লিখতে হবে। “০০০০” এর স্থলে উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড লিখতে হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর

০০০৫, খুলনা ০০০১ এবং এলটিইউ (ভ্যাট) ০০০৬। ট্রেজারী চালানের প্রথম কলামে “যাহার মারফত প্রদত্ত হইল তাহার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখতে হবে। ট্রেজারী চালানের দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে টাকা প্রদত্ত হইল তাহার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখতে হবে। একাধিক সরবরাহকারীর নিকট হ’তে কর্তিত ভ্যাট, একটি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানের ক্ষেত্রে এস্থলে “বিস্তারিত বিপরীত পৃষ্ঠায় দেখুন” লিখতে হবে। অতঃপর বিপরীত পৃষ্ঠায় পণ্য/সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্রেক-আপ দিতে হবে। জমা প্রদানের অনধিক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থবছর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রেমিক নম্বরযুক্ত ‘মুসক-১২খ’ ফরমে তিনকপি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও জারী করতে হবে। একটি প্রত্যয়নপত্রে একাধিক ক্রেমিক নম্বর দিয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উৎসে কর্তিত ভ্যাটের তথ্য লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রত্যয়নপত্র (ট্রেজারী চালানের মূলকপিসহ) উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট সার্কেলে প্রেরণ করতে হবে। ভ্যাট সার্কেল তার রাজস্ব বিবরণীতে উহা প্রদর্শন করবে। প্রত্যয়নপত্রের অনুলিপি (ট্রেজারী চালানের সত্যায়িত ছায়ালিপিসহ) সেবা সরবরাহকারী বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রের একটি অনুলিপি উৎসে কর্তনকারী ৬(ছয়) বছর সংরক্ষণ করবেন।

তবে, চেকের মাধ্যমে ট্রেজারীতে অর্থ জমা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় ট্রেজারী চালান পেতে বিলম্ব হয়। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে ট্রেজারী চালান প্রাপ্তির (ট্রেজারী চালানে উল্লিখিত) তারিখ থেকে অনধিক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও জারী করতে হবে। নিবন্ধিত উৎসে কর্তনকারী সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে উৎসে কর্তিত এবং ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমাকৃত ভ্যাট-এর পরিমাণ দাখিলপত্রের যথাক্রমে ক্রেমিক নং-৫ এবং ১৬ এর বিপরীতে এন্ট্রি দেবেন। এক্ষেত্রে চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মুসক-১৮) এন্ট্রি করতে হবে না। তবে, এন্ট্রি করলে একবার ট্রেজারী জমা দেখাতে হবে এবং তারপর আর একটা এন্ট্রি দিয়ে প্রদেয় দেখাতে হবে। অর্থাৎ একই সাথে জমা এবং প্রদেয় দেখিয়ে ব্যালান্স সমান করে দিতে হবে।

এখন আমরা চতুর্থ অংশ নিয়ে আলোচনা করবো। দাখিলপত্রে সেবা সরবরাহকারী উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিষয়সমূহ কিভাবে প্রদর্শন করবে এবং সেবা গ্রহণকারী কিভাবে তা প্রদর্শন করবে তা এখানে আলোচনা করা হবে।

### সেবা সরবরাহকারীর করণীয়

যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে: আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে সেবাদাতাগণ ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। আবার, ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ না করেও উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। সেবাদাতাদের সুবিধার জন্য এরূপ বিধান করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা সরবরাহ করলেও সেবা প্রদানের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট স্বাভাবিকভাবে নিজে পরিশোধ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধিত হয়ে থাকলে

দাখিলপত্রের মাধ্যমে এবিষয়গুলো সমন্বয় করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী তার দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিকে সমুদয় বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। ৪ নং ক্রমিকে স্বাভাবিকভাবে সমুদয় প্রদেয় লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি ইতোপূর্বে সরবরাহকৃত সেবার বিপরীতে কোনো “মূসক-১২খ” পেয়ে থাকলে তার পরিমাণ দাখিলপত্রের ক্রমিক নং-১২ এর বিপরীতে লিপিবদ্ধ করে সমন্বয় করবেন। প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এর ভিত্তিতে সর্বমোট অর্থের পরিমাণ ক্রমিক নং-১৯ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

**যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়নি:** আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে সেবাদাতাগণ ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। আবার, ইচ্ছা করলে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ না করেও উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করতে পারেন। সেবাদাতাদের সুবিধার জন্য এরূপ বিধান করা হয়েছে। সাধারণতঃ সেবা প্রদানকারীগণ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র প্রদান করার পূর্বে ভ্যাট-এর অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করেন। যেহেতু উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হবে সেহেতু সেবা প্রদানকারী যদি উৎসে কর্তনকারীর নিকট সরবরাহকৃত সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট নিজে পরিশোধ করতে না চান, তাহলে সেবা প্রদানের সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে, সরবরাহকারীর দাখিলপত্রের ১ এবং ৪ নং ক্রমিকে এন্ট্রি দিতে হবে। দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিকে “করযোগ্য পণ্য, সেবা বা পণ্য ও সেবার নীট বিক্রয়” এর বিপরীতে ৪ নং ঘরে ‘মূল্য সংযোজন কর’ এর পরিমাণ লিখতে হবে। উক্ত পরিমাণের মধ্যে কত টাকা উৎসে কর্তনযোগ্য তা নীচে প্রথম বন্ধনীর (. . .) মধ্যে লিখতে হবে। দাখিলপত্রের ৪ নং ক্রমিকে “মোট প্রদেয় কর (সারি ১ হইতে SD+VAT)” এর বিপরীতে, ১ নং ক্রমিকে উল্লেখিত উৎসে কর্তনযোগ্য অর্থের পরিমাণ বাদ দিয়ে লিখতে হবে। সেবা সরবরাহকারী “মূসক-১২খ” ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উহা এন্ট্রি দেবেন। উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক সরবরাহকারীকে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদানের কর মেয়াদে অথবা তার অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদে দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উৎসে কর্তিত ভ্যাট-এর পরিমাণ প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” অনুসারে উল্লেখ করবেন। প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এবং ট্রেজারী চালানের ছবিলিপি দাখিলপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। কত টাকার “মূসক-১২খ” এখনও পাওয়া যায়নি তা এস্থলে দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে নীচে বন্ধনীর (. . .) মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত “মূসক-১২খ” এর পরিমাণের সাথে বর্তমান কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত উৎসে কর্তনযোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ যোগ করে, যোগফল থেকে বর্তমান কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে প্রদর্শিত প্রাপ্ত “মূসক-১২খ” এর পরিমাণ বিয়োগ করলে, এ পর্যন্ত কত টাকার “মূসক-১২খ” পাওয়া যায়নি তার পরিমাণ পাওয়া যাবে। দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকের বন্ধনীতে প্রদর্শিত অর্থের পরিমাণ দেখে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ বুঝতে পারবেন যে, এখনও পর্যন্ত কত টাকার উৎসে কর্তন অনিষ্পন্ন রয়েছে অর্থাৎ “মূসক-১২খ” পাওয়া যায়নি।

এভাবে সেবাপ্রদানকারীদের সুবিধার জন্য ভ্যাট প্রদান করে উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করা অথবা ভ্যাট প্রদান না করে উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা প্রদান করা উভয়বিধ

পদ্ধতি বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানে রাখা হয়েছে। এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সমন্বয় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দাখিলপত্রের এই এন্ট্রিগুলো অনেকে না বুঝার কারণে উৎসে কর্তনের পর করণীয় কাজ কঠিন বলে মনে হয়।

### ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য এবং ভ্যাট বহির্ভূত মূল্য থেকে উৎসে কর্তন

উৎসে ভ্যাট কর্তন করার সময় এ বিষয়টি মাঝে মাঝে সামনে আসে এবং এ নিয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের জটিলতার সূচনা হয় আরো অনেক পূর্ব থেকে। আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের শুধু যিনি কর্তন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তার একার বিষয় নয়। বরং ইহা সকলের বিষয়। কোনো ক্রয় করার জন্য ভেঙের নির্বাচন করা থেকে শুরু করে ভেঙরের সাথে চুক্তি করা, পণ্যের স্পেসিফিকেশন তৈরি করা, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জারি করা, দরদাতাদের যাচাই-বাছাই করা, সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করা, ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া, পণ্য ডেলিভারি নেয়া, পণ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করা, পণ্য গুদামজাত করা, বিল পরিশোধ করার জন্য প্রক্রিয়া করা, বিল পরিশোধ করা, অডিট করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজের সাথে যারা জড়িত থাকেন তাদের সবাইকে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তাহলে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য বা ভ্যাট বহির্ভূত মূল্য থেকে কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে তা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হবে না। এ বিষয়গুলো আগে থেকেই সেটেল হয়ে যাবে। ক্রয় চুক্তিতে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে। তবে, মনে রাখতে হবে যে, এমন চুক্তি করা যাবে না যা ভ্যাট আইনের পরিপন্থী। যেমন, এমন চুক্তি করা যাবে না যে, ক্রেতা ভ্যাট প্রদান করবে না, বিক্রেতা ভ্যাট প্রদান করবে।

ভ্যাট ব্যবস্থার একটি মৌলিক বিষয় হলো ভ্যাট হলো ভোগ কর বা ভোক্তা কর। ভ্যাট প্রদান করবেন পণ্য বা সেবার ক্রেতা বা ভোক্তা। তাহলে ক্রেতা বা ভোক্তা ক্রয়ের সময় দু ধরনের অর্থ প্রদান করবেন; এক হলো পণ্য বা সেবার মূল্য; এবং দুই হলো ভ্যাট। যখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রশ্ন আসবে তখন ভ্যাটের অংশটুকু কর্তন করতে হবে যা প্রদান করেছেন পণ্য বা সেবার ক্রেতা। তিনিই উৎসে কর্তন করবেন। এ বিষয়ে একটি সমস্যা বেশ ঘণ ঘণ দেখা দেয়, তা এখন আলোচনা করা যাক। ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠান কনসালট্যান্সী সেবা ক্রয় করবে। প্রতিষ্ঠানটি একজন কনসালট্যান্ট এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) এর বিনিময়ে সেবাটি ক্রয় করা হবে। এ পর্যায়ে সেবার মূল্য কত, ভ্যাটের পরিমাণ কত, কত টাকা ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হবে তার কোনোকিছুই চুক্তিপত্রে লেখা হয়নি। আমি আগেই বলেছি যে, চুক্তি সম্পাদনকারী কর্মকর্তাদেরও উৎসে ভ্যাট কর্তন সম্পর্ক ভালো ধারণা থাকা দরকার। সেবাটি প্রদান করার পর কনসালট্যান্ট চুক্তি অনুসারে ৫,০০,০০০ টাকার বিল দাখিল করেছেন। বিলস পেয়েবল সেকশন ১৫% ভ্যাট ৭৫,০০০ টাকা উৎসে কর্তন করে ৪,২৫,০০০ টাকা কনসালট্যান্টকে প্রদান করতে চান। কিন্তু কনসালট্যান্ট তা কিছুতেই নেবেন না। তার বক্তব্য হলো তাকে ৫,০০,০০০ টাকা প্রদান করতে হবে। এ ধরনের সমস্যা খুব ঘণ ঘণ দেখা দেয়। সমস্যাটি তৈরি হয়েছে চুক্তি করার সময় মূল্য এবং ভ্যাট স্পষ্ট না করার কারণে। যাহোক, এর সমাধান কী? এর সমাধান রয়েছে

ভ্যাটের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে। ভ্যাটের একটি মৌলিক নীতি হলো ভ্যাট প্রদান করবেন পণ্য বা সেবার ক্রেতা বা ভোক্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা কনসালট্যান্টকে দিতে হবে। কারণ, ৫,০০,০০০ টাকা হলো সেবার মূল্য। ৭৫,০০০ টাকা ভ্যাট সেবা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ফান্ড থেকে পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো অনেক সময় দেখা যায় যে, ওই সেবা ক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের ফান্ড ছিল ৫,০০,০০০ টাকা। তাই, অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু ফান্ডের স্বল্পতা রয়েছে সেহেতু ক্রয়চুক্তিকারী ব্যক্তিগণের যদি উৎসে ভ্যাট কর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকতো তাহলে তারা এভাবে চুক্তি করতেন যে, সেবার ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা। বিল পরিশোধের সময় ৫,০০,০০০ টাকার মধ্য থেকে ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ কনসালট্যান্টকে প্রদান করা হবে। তাহলে কনসালট্যান্ট আগে থেকেই জানতেন যে, ৫,০০,০০০ টাকা থেকে ভ্যাট কেটে অবশিষ্ট অর্থ তাকে দেয়া হবে। তাহলে তিনি এখন আপত্তি করতেন না। এ সমস্যার আর একটি সমাধান হলো কনসালট্যান্টকে যদি কোনোভাবে রাজি করানো যায় যে, চুক্তি করার সময় ভুল হয়েছিল। আসলে সেবার মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা নয়। সেবার মূল্য হলো ৫,০০,০০০ টাকা থেকে ভ্যাট কাটার পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকবে সেই মূল্য। কনসালট্যান্ট যদি রাজি না হন, তাহলে প্রতিষ্ঠানকেই ভ্যাটের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য থেকে কিভাবে ভ্যাট আলাদা করতে হয় তা জানা দরকার। এই খণ্ডের প্রস্তাবের অংশে ভ্যাট ক্যালকুলেশন উপানুচ্ছেদে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্যকে ১০০ প্লাস ভ্যাটের হার দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ভ্যাটের হার দিয়ে গুণ করলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যায়। ৫,০০,০০০ টাকা যদি ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য হয় এবং ভ্যাটের হার যদি ১৫% হয় তাহলে ৫,০০,০০০ টাকাকে ১১৫ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পাওয়া যাবে ৪,৩৪৭.৮২ টাকা। ভাগফলকে ১৫ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে ৬৫,২১৭.৩৯ টাকা। তাহলে ৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে ১৫% ভ্যাটের পরিমাণ হলো ৬৫,২১৭.৩৯ টাকা। ৫,০০,০০০ টাকা থেকে ৬৫,২১৭.৩৯ টাকা ভ্যাট বিয়োগ করলে পাওয়া যায় ৪,৩৪,৭৮২.৬১ টাকা যা হলো সেবার মূল্য।

### উৎসে কর্তনের ক্ষেত্রে কোন্ সময়ের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে?

উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটিও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সাধারণত কোন্ সময়ের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হয় আর উৎসে কর্তনের ক্ষেত্রে কোন্ সময়ের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হয় তা জানা থাকা দরকার। সাধারণত ভ্যাট আইনের ধারা ৪(১), ধারা ৬(২) এবং ৬(৩) অনুসারে যখন পণ্য বা সেবা প্রদান করা হয়, যখন পণ্য বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয় বা যখন পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায় এই তিনটি ঘটনার মধ্যে যে ঘটনাটি প্রথম সংঘটিত হবে সেই সময়ে ভ্যাটের যে হার রয়েছে সে হার প্রযোজ্য হবে। ভ্যাটের হার সাধারণত পরিবর্তন হয় না। পণ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়না বললেই চলে। আমাদের দেশে ভ্যাটের স্ট্যান্ডার্ড হার হলো ১৫%। বর্তমানে ১৫টি সেবার ক্ষেত্রে ৬টি সংকুচিত হার রয়েছে; যথা: ২%, ৩%, ৪.৫%, ৫%, ৭% এবং ১০%। এর আগে ৯টি হার ছিল। এবারের বাজেটে ৬টি হার করা হয়েছে যা ০৭ জুন, ২০১৮ তারিখ

থেকে কার্যকর হয়েছে। এই হারগুলো সাধারণত বাজেটের সময় জুন মাসে পরিবর্তন হয়। এ ছাড়া সারা বছর আর তেমন পরিবর্তন হয় না। এই হলো সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার সংক্রান্ত কথা। উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে কোন্ সময়ের ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে তা একেবারেই সহজ। ভ্যাট আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক)তে উল্লেখ রয়েছে যে, উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন করার সময় ভ্যাটের যে হার থাকবে সে হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ২০১৩ সালের অর্থ আইনের মাধ্যমে এই বিধান করা হয়েছে। এর আগে এ বিষয়টি নিয়ে বেশি জটিলতা ছিল। ধরুন, কোনো একটি সেবা প্রদান করা হয়েছে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিন মাস ধরে। মে মাসে বিল দাখিল করা হয়েছে, তখন ভ্যাটের হার ছিল ৫%। ফান্ড স্বল্পতার কারণে মে মাসে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। জুলাই মাসে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জুন মাসে ভ্যাটের হার পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাটের হার ৬%। অর্থাৎ যখন বিল পরিশোধ করা হচ্ছে তখন ভ্যাটের হার ৬%। তাই, ৬% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রেও একই কথা। সেবা প্রদানকারী যদি তার বিল থেকে অতিরিক্ত ১% ভ্যাট কাটতে দিতে রাজি না হন, তাহলে সেবা গ্রহণকারীকে নিজস্ব ফান্ড থেকে ১% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

উৎসে ভ্যাট কর্তন সহজভাবে বুঝার জন্যে নিম্নের টিপসগুলো অনুগ্রহ করে দেখুন। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিম্নে ১০টি টিপস এর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করি, টিপসগুলো পাঠ করে পাঠকগণ উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিষয় সহজে বুঝতে পারবেন এবং প্র্যাকটিস করতে পারবেন।

## ভিডিওস টিপস:

### সেবার সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

**টিপস-০১:** মনে করুন, আপনি একটি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্স ম্যানেজার। আপনার কাছে একটি বিল পেশ করা হয়েছে। এই বিল পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুমোদন দিতে হবে। এই বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি হবে না সে বিষয়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরূপ কোনো বিল আপনার কাছে পেশ করা হলে আপনাকে সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে যে, এটি সেবা ক্রয়ের বিল নাকি পণ্য ক্রয়ের বিল। বিলটি যদি সেবা ক্রয়ের বিল হয় তাহলে আপনাকে সরাসরি 'টিপস-২' এ যেতে হবে। আর বিলটি যদি পণ্য ক্রয়ের বিল হয় তাহলে আপনাকে 'টিপস-৬' এ যেতে হবে। মনে করুন, এটি একটি সেবা ক্রয়ের বিল। তাহলে 'টিপস-২' দেখুন।

**টিপস-০২:** আমরা জানি যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১৮, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ-২ এ ৩৯টি সেবার একটি ছক রয়েছে। ওই ছকের ক্রমিক ৫ হলো বিজ্ঞাপন সেবা আর ক্রমিক নং ১৯ হলো

**যোগানদার (Procurement Provider) সেবা।** ওই সেবা দুটি বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩৭টি সেবা। যোগানদার সেবার বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। **বিজ্ঞাপন সেবা ও যোগানদার সেবা বাদ দিলে যে ৩৭টি সেবা অবশিষ্ট থাকে সেসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক।** সকল পরিস্থিতিতে ওই ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ভ্যাট চালানপত্র (মূসক-১১) থাকলেও কর্তন করতে হবে, না থাকলেও কর্তন করতে হবে, ভ্যাট পরিশোধিত থাকলেও কর্তন করতে হবে, পরিশোধিত না থাকলেও কর্তন করতে হবে, চুক্তিতে ভ্যাট উল্লেখ থাকলেও কর্তন করতে হবে, উল্লেখ না থাকলেও কর্তন করতে হবে, ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য হলেও কর্তন করতে হবে, ভ্যাট বহির্ভুক্ত মূল্য হলেও কর্তন করতে হবে। মোট কথা, সব পরিস্থিতিতে ওই ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যেখানে ওই ৩৭টি সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

**টিপস-০৩:** উপরের টিপস-এ আলোচনা করা হয়েছে যে, ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে সব পরিস্থিতিতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো, যদি সেবা সরবরাহকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে সেবা প্রদান করে থাকেন এবং যদি উপরের নিয়মানুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়, তাহলে একই সেবার ওপর দু'বার ভ্যাট পরিশোধিত হয়ে যায়। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশে এ প্রশ্নের সমাধান দেয়া হয়েছে। ওই আদেশের অনুচ্ছেদ ৫(ক)-তে উল্লেখ রয়েছে যে, এরূপ পরিস্থিতিতে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎসে ভ্যাট কর্তনের প্রত্যয়নপত্র (মূসক-১২খ) অনুসারে দাখিলপত্রে একবার পজিটিভ সমন্বয় করে নিতে হবে।

**টিপস-০৪:** 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার ক্ষেত্রে নিয়ম একটু আলাদা। তা হলো, সেবা প্রদানকারী বিলের সাথে ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করবেন। ভ্যাট চালানপত্র সেবা প্রদানকারীর সংশ্লিষ্ট ভ্যাট সার্কেল অফিসের রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে বিলের সাথে দাখিল করতে হবে। এভাবে ভ্যাট চালানপত্র সত্যায়িত থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সত্যায়িত না থাকলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**টিপস-০৫:** এ পর্যন্ত ৩৮টি সেবা আলোচনা করা হয়েছে, ৩৭টি সেবা এবং বিজ্ঞাপন সেবা। যোগানদার সেবা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। এখন আমরা আপাততঃ ধরে নিলাম যে, যোগানদার সেবাও আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে যোগানদারসহ হলো ৩৯টি সেবা। আপনার কাছে যে বিলটি পেশ করা হয়েছে সে বিল যদি ওই ৩৯টি সেবার বাইরের কোনো সেবা ক্রয় সংক্রান্ত হয়, তাহলে প্রথমত আপনার উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব নেই। তবে, সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কিনা তা দেখার দায়িত্ব আপনার রয়েছে। **আপনি ভ্যাট চালানপত্র এবং ট্রেজারী চালান অথবা চলতি হিসাব রেজিস্টারের ফটোকপি দেখে নিশ্চিত হবেন যে, সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করেছেন কিনা।** সকল ক্ষেত্রেই ভ্যাট চালানপত্র থাকতে হবে। এমন একটি ভ্যাট চালানপত্র থাকাই যথেষ্ট যা আপতঃদৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হয়। তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ভ্যাট

চালানপত্র থাকার পরও আপনি ভ্যাট জমাপ্রদান অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ট্রেজারী চালান চাইতে পারেন। সেবা প্রদানকারী যদি ট্রেজারী চালানের কপি সরবরাহ করেন তাহলে আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, ওই সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, আপনার আর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সেবা প্রদানকারী যদি তার চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) ভ্যাট বিয়োগ করে থাকেন তাহলে চলতি হিসাব রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট অংশের ফটোকপি নেয়া যায়। সেখানে দেখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ভ্যাট চালানপত্রটি সেখানে এন্ট্রি দিয়ে ভ্যাট বিয়োগ করা আছে কিনা। উক্ত ৩৯টি সেবার বাইরে এভাবে আপনি যখন নিশ্চিত হবেন যে, সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করেছেন, তাহলে আপনাকে আর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কিন্তু সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধ করার বিষয়টি আপনি যদি নিশ্চিত হতে না পারেন তাহলে আপনাকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। ওই সেবার ওপর ভ্যাটের যে হার রয়েছে সে হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আমরা যোগানদার ছাড়া সব সেবা আলোচনা করে ফেলেছি। পরবর্তী টিপস এ পণ্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন আলোচনা করার সময় যোগানদার সেবা আলোচনা করা হবে। কারণ, যোগানদার সেবা হলো পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা।

### **পণ্যের সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন**

**টিপস-০৬:** মনে করুন, আপনি একটি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের ফাইনান্স ম্যানেজার। আপনার কাছে একটি বিল পেশ করা হয়েছে। এই বিল পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুমোদন দিতে হবে। এই বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরূপ কোনো বিল আপনার কাছে পেশ করা হলে আপনাকে সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে যে, এটি সেবা ক্রয়ের বিল, নাকি পণ্য ক্রয়ের বিল। ধরুন বিলটি পণ্য ক্রয়ের বিল।

**টিপস-০৭:** এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে পণ্য সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস কী? অর্থাৎ সরবরাহকারী কি একজন উৎপাদক, নাকি তিনি একজন ব্যবসায়ী নাকি তিনি একজন যোগানদার। ১১ ডিজিটের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে “মূসক-৬”, ফরম, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, টিআইএন, ট্রেড লাইসেন্স, টেন্ডার, চুক্তিনামা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদি দেখে নিশ্চিত হতে হবে যে সরবরাহকারী উৎপাদক, নাকি ব্যবসায়ী, নাকি যোগানদার। প্রয়োজনে সরবরাহকারীর অঙ্গন পরিদর্শন করতে হবে। তবে, ৯ ডিজিটের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে “মূসক-৬” ফরম থাকে না। তাছাড়া, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটেও নিবন্ধিত ব্যক্তির স্ট্যাটাস উল্লেখ থাকে না। তখন অন্যান্য ডকুমেন্ট দেখে নিবন্ধিত ব্যক্তির স্ট্যাটাস নিশ্চিত হতে হবে। প্রয়োজনে সরবরাহকারীর অঙ্গন পরিদর্শন করতে হবে।

**টিপস-০৮:** সরবরাহকারী উৎপাদক হলে এবং ভ্যাট চালানপত্রসহ সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎপাদক ভ্যাট চালানপত্র ছাড়া সরবরাহ দিলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, ৫ শতাংশ নয়। সরবরাহকারী ব্যবসায়ী হলে এবং ভ্যাট

চালানপত্রসহ সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানপত্র ছাড়া সরবরাহ দিলে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, ১৫ শতাংশ নয়। সরবরাহকারী যোগানদার হলে ৫ শতাংশ ভ্যাট অবশ্যই উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, যোগানদার উপরে বর্ণিত বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের ৩৯টি সেবার তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা সেবা আলোচনা করার সময় বলেছিলাম যে, যোগানদার পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

**টিপস-০৯: কে যোগানদার:** যোগানদার উৎপাদক নয়, যোগানদার ব্যবসায়ী নয়। যোগানদার উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ করেন। যোগানদার ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ করেন; এবং যোগানদার টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে আমদানি করে সরবরাহ করেন। প্যাকেজ ভ্যাটের (ছোট দোকান) আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করলে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, প্যাকেজ ভ্যাটের প্রতিষ্ঠান হলো ট্রেডার। ট্রেডারদের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো ভ্যাট চালান দিলে উৎসে কর্তন করতে হবে না। এরা ভ্যাট চালান দেয় না। তাছাড়া, প্যাকেজ ভ্যাটের আওতাভুক্ত হতে হলে যে পরিমাণ বার্ষিক টার্নওভার হতে হয়, এদের টার্নওভার তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই, ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে বিধান করা হয়েছিল যে, এক হাজার টাকা পর্যন্ত একক ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সে বিধান এখন আর বলবৎ নেই। ০৭ জুন, ২০১৮ তারিখ থেকে সে বিধান বাতিল হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী এবং যোগানদারের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যবসায়ী ক্রয় করে নির্দিষ্ট স্থান হতে সরবরাহ করেন। আর যোগানদার ক্রয় বা আমদানি করে সরাসরি সরবরাহ করেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ীর নির্দিষ্ট ব্যবসার স্থান রয়েছে। সেখানে তিনি পণ্য ক্রয় করে জমা করে রাখেন। আর যোগানদার টেন্ডার বা ওয়ার্কঅর্ডার পাওয়ার পর পণ্য ক্রয় করে সরাসরি সরবরাহ করেন। যোগানদারের সাধারণত কোনো স্থাপনা থাকে না এবং যোগানদার ক্রয় করে মজুদ করে রাখে না।

**টিপস-১০: কে যোগানদার নয়:**

- (ক) আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (খ) উৎপাদক বা ব্যবসায়ী (প্যাকেজ ভ্যাট ব্যতীত) কর্তৃক ভ্যাট চালানপত্রসহ পণ্যের সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (গ) টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তালিকাভুক্তি নম্বর সম্বলিত ক্যাশমেমোসহ পণ্যের সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (ঘ) সেবাসমূহের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে বিধায় কোনো সেবার সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে, সেবা কিনে সরবরাহ দিলে যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন: ফার্ণিচার।
- (ঙ) স্কুলের টিফিন সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।

- (চ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাদেশ এর বিপরীতে মুদ্রিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এবং সমমান পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (ছ) তুলা সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (জ) ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ পেপার সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (ঝ) ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা (cullet) সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (ঞ) প্লাস্টিক বর্জ্য সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (ট) জিলেটিন ক্যাপসুলের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত গরু ও মহিষের হাড় সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- (ঠ) পাটজাত পণ্যের সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না।

বিঃ দ্রঃ জানুয়ারী, ২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।

\*\*\* সমাপ্ত \*\*\*